CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 September, 2023 ■ আগরতলা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ইং ■ ৮ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক গ্যাসের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল ৭ শতাংশ বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। আন্তর্জাতিকস্তরে গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হওয়ায় রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে। রেগুলারিটি কমিশন সংশ্লিষ্ট সব মহলের সাথে কথা বলে এবং যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা করেই ৭ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ এই কথা জানিয়েছেন। এদিন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রাজ্যে এই পর্যন্ত যা যা বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে তার খতিয়ান তুলে ধরেছেন। এমনকি সঠিক সময়ে বিদ্যুৎ বিল প্রদান করলে গ্রাহকরা বিদ্যুৎ বিলের উপর ছাড় পাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, গোপনে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করার কোনও সুযোগ নেই। এজন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি রয়েছে। মূলত সারা দেশেই বিভিন্ন রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল নির্ধারণ করে থাকে রেগুলারিটি কমিশন। রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির বিষয়ে মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যে পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞপ্তিও দেওয়া হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন, আইএলএস হাসপাতাল, ড় বি আর আম্বেদকর টিচিং হাসপাতাল সহ ৬টি সংস্থা রেগুলারিটি কমিশনের কাছে আপত্তি জানিয়েছিল। এরপর স্টেট অ্যাডভাইজরি কমিটির শুনানির পরিপ্রেক্ষিতে রেগুলারিটি কমিশন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের কোনও হাত নেই।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী রাজ্যের বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির খতিয়ান তুলে ধরেছেন। রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে সেই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজ্যে ২০০5 সালে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম গঠিত হয়। এরপর ২০০৬ সালে রেগুলারিটি কমিশন বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করে। পরে ২০১০-১১ সালে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি হয় ৪৬.০৯ শতাংশ। ২০১২-১৩ সালে বৃদ্ধি পায় ৭৭৫ শতাংশ। ২০১৩-১৪ সালে বৃদ্ধি পায় ৪০.৪৫ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ সালে বৃদ্ধি পায় ৫.৮৩ শতাংশ। অর্থাৎ বিগত সরকারের সময়ে ২০০৬-০৭ অর্থবর্ষ থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে মোট ১৩৪ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সরকারের সময়কালে বিদ্যুৎ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষক মামলা

ত্রিপুরা হাইকোর্টে আবেদন খারিজ, আবেদন - কারীকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। হয়তো চাকুরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের নিয়ে সমস্ত বিতর্কের যবনিকা পতন ঘটেছে! ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ কুমার সিং-র নেতৃত্বে গঠিত পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ চাকরিচ্যুত শিক্ষক মামলার আবেদন খারিজ করেছে এবং সাথে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য আবেদনকারীর ২৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে। ২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক গুপ্তা এবং বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাসের ডিভিশন বেঞ্চ তন্ময় নাথ এবং অন্যান্য-র দায়ের মামলায় ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করার পর থেকে বহুবার আদালতে আবেদন জমা পড়েছে। এমনকি, মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। কিন্তু, সেখানেও ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় বহাল রয়েছে। সম্প্রতি বিজয়কৃষ্ণ সাহার আবেদনের শুনানি-তে ত্রিপুরা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ভীষণ বিরক্তি প্রকাশ করে মামলা খারিজ করে দিয়েছিল। তবুও, পুনরায় একই বিষয়ে আদালতে আবেদন জমা পড়ায় ত্রিপুরা হাইকোর্ট এবার আর্থিক জরিমানার শাস্তি দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বামফ্রন্ট আমলে ত্রিপুরায় শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে আদালতে মামলা হয়েছিল। শিক্ষার অধিকার আইন দেশে কার্যকর হওয়া সত্বেও তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকার ওই আইনের তোয়াক্কা না করেই অস্নাতক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষক পদে নিয়োগ করেছিল। তাতে, বঞ্চিত চাকরি প্রত্যাশী তন্ময় নাথ এবং অন্যান্য ত্রিপুরা হাইকোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন। ওই মামলায় শুনানি শেষে ত্রিপুরা সরকারের নিয়োগ নীতি বাতিল বলে রায় দিয়েছিলেন হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি দীপক গুপ্তা এবং বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাসের ডিভিশন বেঞ্চ। ওই রায়ে ত্রিপুরায় ১০৩২৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি বাতিল হয়েছিল। তাতে, মহা ফাফড়ে পরে বামফ্রন্ট সরকার ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু, দীর্ঘ শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্টও ত্রিপুরা হাই কোর্টের রায় বহাল রেখেছিল।

এরই মধ্যে ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হয়। নির্বাচনের পূর্বে বিজেপির প্রতিশ্রুতি ছিল, ভোটে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করলে চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের জন্য সাংবিধানিক সমাধান খুঁজে বের করা হবে। সেই মোতাবেক, ক্ষমতার পালাবদলের পর বিজেপি জোট সরকার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইন্টারভিউ ছাড়া তাঁদের অশিক্ষক পদে চাকরিতে নিয়োগের অনুমতি চেয়েও আবেদন করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত শিক্ষক পদে তাঁদের বহাল রাখার সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু, ইন্টারভিউ ছাড়া তাঁদের চাকরিতে নিয়োগের অনুমতি দেয়নি। ফলে, তাঁদের সরকারি চাকরিতে পুনর্বাসনে স্থায়ী সমাধানের পথ বের না হওয়ায় বারবার তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, আদালতের রায় নিয়েও বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন।

আজ চাকরিচ্যুত শিক্ষক প্রণব দেব-র আবেদনের শুনানি-তে ত্রিপুরা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি অপরেশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ বিশ্ব পর্যটন দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে গত ২৪সেপ্টেম্বর থেকে ২৭সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে চারদিন ব্যাপী কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ দপ্তরের উদ্যোগে সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীন নরসিংগড়স্থিত মহাত্মা গান্ধী বৃদ্ধাবাসের আবাসিকদের কসবা কালীবাড়ি দর্শন ও বস্ত্রবিতরণ করা হয়। এছাড়া ছাত্রযুবাদের কাছে পর্যটন দিবসকে আরো জনপ্রিয় করার লক্ষে ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এইবারের মূল বিষয় - সবুজ পর্যটন ও বিনিয়োগের এর উপর একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। একিসঙ্গে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গনে একটি বাইক রেলির আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য আগামীকাল সকালে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গনে বিশ্ব পর্যটন দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদবোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

ত্রিপুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে ঃ সাধ্বী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন, ভোক্তাবিষয়ক ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি বলেছেন, গত ৬ বছরে ত্রিপুরায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। উন্নয়নে বিশেষ গতি লাভ

করেছে। আজ আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেনঊ দুদিনের রাজ্য সফরে এসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আজ রাজ্য গ্রামোন্নয়ন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম ও প্রকল্প এর অগ্রগতি নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দফতরের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেনঊ ওই বৈঠকে অন্যান্নদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য গ্রামোন্নয়ন সচিব ড় সন্দীপ রাঠোর, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা দেবপ্রিয় বর্ধন প্রমুখ। পর্যালোচনা বৈঠকের পর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ২০০৬ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত রেগায় ত্রিপুরা পেয়েছিল ৪, ৫৫৮ কোটি টাকা।নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এম এন রেগায় ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৮,৩৫১ কোটি টাকা। বর্তমান সময়ে এম এন রেগায় ত্রিপুরায় ৯০ শতাংশের বেশি টাকা খরচ হচ্ছেঊ তিনি বলেন, ২০০৭ -২০১৪ পর্যন্ত ত্রিপুরায় আগেকার ইন্দিরা আবাস যোজনায় ৫৯৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়ঊ বর্তমানে, ২০১৪ থেকে এখন পর্যন্ত পি এম আবাস যোজনায় ৪০০০ কোটি টাকার অধিক খরচ হয়ঊ ২০০৬ থেকে ১৪ সাল পর্যন্ত তৎকালীন ইন্দিরা আবাস যোজনায় ত্রিপুরায় ১ লক্ষ ৪ হাজার ৯৭০টি আবাস নির্মাণ করা হয়েছিল। গত ৯ বছরে নির্মাণ করা হয়েছে ২ লক্ষ ৯৪ হাজার ৯১১টি আবাস। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদির শাসনকালের গত ৯ বছরে ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ও এম.জি.এন রেগা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দ বৃদ্ধি সহ সাফল্যের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয়বার পালালো বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর।। এত নির্মম ও পাষাণ কি করে হয় গর্ভধারিনী মা, মায়ের ছবি আঁকরে ধরে ছোট্ট শিশুটি বাবার কোলে থেকে এদিকে ওদিক খুঁজছে , আর বলছে যেন মা তুমি আমার কাছে ফিরে এসো , তোমাকে ছাড়া ঘুম আসে না, কেন আমাকে ও বাবাকে ফেলে চলে গেলে ,কাতর আর্তনাদ ছোট্ট অবুঝ শিশুটির এমনই একটি চিত্র আজ বিলোনিয়া আদালতে দুপুরে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে।

নিজের স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার আশায় এক পিতা পাঁচ বছরের পুত্র সন্তানকে নিয়ে আদালতের দ্ধারস্থ নাম সমীরন দেবনাথ ,বাড়ি বিলোনিয়া মহকুমার যশমুড়া ওয়াংছড়া এলাকায়, গত ২৭ শে আগস্ট বাপের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয় গৃহবধূ সঙ্গীতা পাল ,বাপের বাড়ি থেকে স্বামী সমীরনের বাড়িতে আর এলোনা স্ত্রী সংঙ্গীতা পাল (২৭)।যাওয়ার সময় নাকি তিন ভরি স্বর্ণালংকার সহ নগদ টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায় স্ত্রী সঙ্গীতা, এমনই অভিযোগ স্বামীর এই সঙ্গীতা পালের বাড়ি সোনামুড়া মহকুমার ধনপুরের মধ্যম শান্তি নগর এলাকায়, বিভিন্ন ভাবে স্বামী সমীরন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেবর-বৌদির বাগানো হানা দিলো পুলিশ, উদ্ধার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ সেপ্টেম্বর।। দেওর বৌদির শখের বাগানে হানা দিল পুলিশ। আটক চার ড্রামে প্রায় ৪৩ কেজি শুকনো গাজা। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন বংশীবাড়ি এলাকায়। জানা গেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের খবরের ভিত্তিতে জানতে পারে বংশীবাড়ি এলাকায় সম্পর্কে দেবর ও বৌদি মিলে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ করে তা ব্যবসা করছে। খবর পাওয়া মাত্র বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী বংশীবাড়ি এলাকায় হানা দেয়। অভিযানে রাধারানী দেববর্মা ও রবি গোপাল দেববর্মার বাড়ি থেকে প্রায় চার ড্রামে ৪৩ কেজি শুকনো গাজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। পাশাপাশি এই অভিযান চলাকালীন সময়ে পুলিশ খবর পায় পাশেই একটি বনদপ্তরের জায়গায় গাঁজা চাষ করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং আরক্ষা বাহিনী সেই জায়গায় অভিযান চালিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। জানা গেছে প্রায় ছয় কানি জায়গা জুড়ে এই গাজা চাষ চলছিল এতদিন যাবত। এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস জানান উক্ত ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত রাধারানী দেববর্মা ও রবি গোপাল দেববর্মাকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দাদা সাহেব ফালকে সম্মান পেলেন ওয়াহিদা রহমান

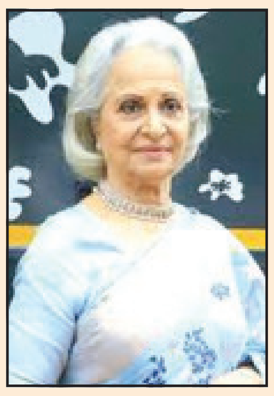

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কিংবদন্তি অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান ২০২৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন, মঙ্গলবার এই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। গাইড, পিয়াসা, কাগজ কে ফুল এবং খামোশি-র মতো সিনেমায় কাজ করেছেন ওয়াহিদাজি। এক্স-এ (আগের টুইটার) একটি পোস্টে, অনুরাগ ঠাকুর লিখেছেন, 'ব্যাপক আনন্দ ও গর্ব হচ্ছে এটা ঘোষণা করতে পেরে যে ওয়াহিদা রহমানজির হাতে দাদাসাহেব ফালকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হবে, ভারতীয় সিনেমার প্রতি ওঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য।'

'হিন্দি সিনেমায় তাঁর কাজ সমালোচকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে, যেমন পেয়াসা, কাগজ কা ফুল, সাহেব বিবি অর গোলাম, গাইড, খামোশি অন্যতম। পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ব্যাপী কেরিয়ারে রেশমা ও শেরা সিনেমার জন্য পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। ওয়াহিদাজি পেয়েছেন পদ্মশ্রী আর পদ্মভূষণ সম্মানও। তিনি একজন ভারতীয় নারী শক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ যিনি, কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে নাম করেছেন পেশাদার দুনিয়াতেও।', আরও লেখেন অনুরাগ ঠাকুর। ১৯৩৬ সালের ১৪ মে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন ওয়াহিদা। ১৯৫৬ সালে 'সিআইডি' ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে হিন্দি সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৫৭ সালে 'পেয়সা' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে পান জনপ্রিয়তা। এরপর ষাট, সত্তর ও আশির দশকে তিনি ছিলেন হিন্দি সিনেমার খ্যাতমান অভিনেত্রী। তিনি সত্যজিৎ রায়ের অভিযান ছবিতেও অভিনয় করেন।

গুণগত শিক্ষার প্রসারে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে গুণগত শিক্ষার সম্পসারণ সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র। প্রান্তিক জনপদগুলিতেও গুণগত শিক্ষার প্রসারে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ লংতরাইভ্যালি মহকুমার ছৈলেংটা ইংরেজী মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিকাশে সরকার শিক্ষার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের বিকাশে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যে ১২৫টি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়ের আওতায় আনা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১০০টি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় করা হয়েছে। আরও ২৫টি বিদ্যালয়কে বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হবে। ছৈলেংটা ইংরেজী মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কেও বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয় করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু করেছে। নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি আমাদের রাজ্যেও কার্যকর হচ্ছে। এই নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতি আগামী দিনে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তুলবে। তাছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বিকাশেও সহায়ক ভূমিকা নেবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে গৃহিত কর্মসূচিগুলির উল্লেখ করে বলেন, নিপুন ত্রিপুরা ও মিশন মুকুল প্রকল্প শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন আনছে। শিক্ষা ক্ষেত্রের উন্নয়নে চলতি অর্থবছরের বাজেটে পিএম শ্রী প্রকল্পে প্রতিটি ব্লকে একটি করে মডেল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এজন্য বাজেটে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা চলতি অর্থবছর থেকে চালু হবে। এই যোজনায় দ্বাদশমান পরীক্ষায় প্রথম ১০০ জন ছাত্রীকে বিনামূল্যে স্কুটি দেওয়া হবে। দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রীদের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে বিশেষ স্কলারশিপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টিচিং লার্নিং মেটিরিয়্যাল তৈরী রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক নতুন দিশা নিয়ে আসছে। পিএম শ্রী ও বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে রাজ্যের ৪০০টি সরকারি বিদ্যালয়কে আধুনিকিকরণ করা হবে। রাজ্যে শিক্ষার পরিকাঠামোর উন্নয়নে আগামী ৫ বছরে ২ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। রাজ্য সরকার শিক্ষায় ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। সরকারি মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরণের ফি মকুব করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজ্য সরকার ছাত্রীদের মধ্যে ৪৪ হাজার ৬০০টি সাইকেল বিতরণ করেছে। এই প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরেও চালু থাকবে।

এজন্য বাজেটে ৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গুণগত শিক্ষার সম্পসারণে রাজ্যের ৭৫২টি বিদ্যালয়ে মার্ট ক্লাস শুরু করা হয়েছে। ৬০৪টি বিদ্যালয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় কর্মশালার উদ্বোধন করে

দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য ই-মার্কেট প্লেস পোর্টাল ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। আজ আগরতলা টাউনহলে গভর্নমেন্ট ই-মার্কেট প্লেস (জ্যাম) নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অর্থদপ্তর এই কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ভারত সরকার ২০১৬ সালের ৯ আগস্ট দেশে জ্যাম পোর্টাল চালু করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে এক দুর্নীতিমুক্ত ও স্বচ্ছ প্রশাসন উপহার দেওয়ার জন্য এই পোর্টাল চালু করেছেন। আজকের দিনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত বিভিন্ন সংস্থা ও রাজ্যগুলি জ্যামের মাধ্যমে বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করছে। পরিষেবা গ্রহণ করছে। এরফলে ২০১৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহ জ্যামের মাধ্যমে বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করে ১৬ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করেছে।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ২০১৭ সাল থেকে জ্যামের মাধ্যমে ৪৯৭ কোটি টাকার নানা সামগ্রী ক্রয় করে। এই সাফল্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরাকে বেস্ট পারফর্মিং স্টেট হিসেবে পুরস্ক'ত করেছে। আমরা চাই ই-মার্কেট প্লেসের আরও সম্পসারণ। আমাদের লক্ষ্য জিলা পরিষদ, গ্রাম প'ায়েত ও ভিলেজ কমিটিস্তরেও এই পোর্টালকে অন্তর্ভক্ত করা। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থ দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, গভর্নমেন্ট ই-মার্কেট প্লেস অর্থাৎ জ্যামে ত্রিপুরা ভালো কাজ করছে। তিনি বলেন, জ্যাম শুধু সরকারি দপ্তরের জন্য নয়। এতে মাঝারি, ছোট ও অতিক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা যাতে যুক্ত হতে পারে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে তারা রাজ্য ছাড়াও বহির্রাজ্যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩৪৩ ▫ ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ৯ আশ্বিন ▫ বুধবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

বিদ্যাসাগর আজও অবস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালি শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও গদ্যকার। তাঁহার প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রথম জীবনেই তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি ছিল তাঁহার। তিনিই প্রথম বাংলা লিপি সংস্কার করিয়া তাহাকে যুক্তিবহ ও অপরবোধ্য করিয়া তোলেন।বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার তিনিই। তাঁহাকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি রচনা করিয়াছেন জনপ্রিয় শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় সহ, একাধিক পাঠ্যপুস্তক, সংস্কৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ। সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান সংক্রান্ত বহু রচনা।অন্যদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারকও। বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহের মতো সামাজিক অভিশাপ দূরীকরণে তাঁহার অক্লান্ত সংগ্রাম আজও স্মরিত হয় যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে। বাংলার নবজাগরণের এই পুরোধা ব্যক্তিত্ব দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত ছিলেন ‘দয়ার সাগর’ নামে। দরিদ্র, আর্ত ও পীড়িত কখনই তাঁহার দ্বার থেকে শূন্য হাতে ফিরিয়া যাইত না। এমনকি নিজের চরম অর্থসংকটের সময়ও তিনি ঋণ নিয়া পরোপকার করিয়াছেন। তাঁহার পিতামাতার প্রতি তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি ও বজ্রকঠিন চরিত্রবল প্রবাদপ্রতিম। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরেজের কর্মশক্তি ও বাঙালি মায়ের হৃদয়বৃত্তি।বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয় আজও এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। মূলত নারী শিক্ষার প্রসারে, সমাজ সংস্কারে তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য। তাঁহার লেখা বর্ণপরিচয়ের হাত ধরিয়াই বাঙালি অক্ষর জ্ঞান লাভ করে। এই মানুষটির হাত ধরিয়াই বর্ণের সঙ্গে পরিচয় বাংলার। তাঁহার বোধোদয়, কথামালার হাত ধরিয়াই শুরু জীবনের বোধোদয়। তৎকালীন ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত সমাজে এই ছোটখাটো আকারের মানুষটির জন্যই বিধবা বিবাহ প্রথায় সাহস পাইয়াছিল বাঙালি। তিনি আমাদের শিখাইয়া গিয়াছেন শিক্ষা মানে শুধুমাত্র লেখা, পড়া বা শেখা নয়। শিক্ষার প্রকৃত অর্থ জ্ঞানলাভ। নিজের স্বার্থের আগে সমাজ ও দেশের স্বার্থ দেখাই একজন সত্যিকারের নাগরিকের ধর্ম।অন্যের কল্যাণের থেকে বড় আর কোনও কর্ম ও ধর্ম নাই।যাঁহারা নাস্তিক, তাঁহাদের বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখা উচিৎ। কোনও ব্যক্তি যদি প্রকৃত অর্থে ‘বড়’ হইতে চান, তাহা হইলে সব চাইতে ”ছোট” কাজটিও তাঁহার করা উচিৎ, কারণ, আত্মনির্ভরতাই সর্বোত্তম গুণ। দুঃখ, ভোগান্তি ছাড়া জীবন অনেকটা নাবিকছাড়া নৌকার মতো। মাথায় রাখিতে হইবে, নিজস্ব বিবেচনা শক্তি না থাকিলে হালকা বাতাসেই স্থায়িত্ব হারানোর সম্ভাবনা প্রবল। আত্মনিয়ন্ত্রণ বা কোনও কিছু থেকে নিজেকে প্রতিরোধ করা অনেক সময় বৈষম্যের কারণ হইতে পারে। এর মাধ্যমে মধ্যস্থতা, সংযম, মনোযোগ আরও বাড়ে।মানুষ যত বড়ই হইয়া যাক না কেন, অতীতকে সব সময় মনে রাখা উচিৎ। সফল হইতে চাইলে, মাথা নত করিতে শেখা উচিৎ। একজন মানুষের সবচেয়ে বড় কাজ হল অন্যকে সাহায্য করা, অন্যের মঙ্গল কামনা করা। একমাত্র সেই মানুষই পারে একটি ভাল দেশ গঠন করতে।শৈশব থেকেই তাঁহার প্রতিভা সর্বজনবিদিত। তাঁহার পাণ্ডিত্য, চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্মনিষ্ঠা, নির্ভীকতা আজও বাঙালির কাছে এক দৃষ্টান্ত। একাধারে ছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত, লেখক, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক, অন্যদিকে দয়ার সাগর। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন।বাংলা গদ্যের প্রথম সার্থক রূপকার ছিলেন বিদ্যাসাগর। কর্মজীবনের প্রথম দিকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন। পরে সেখানেই লেকচারার হিসেবে নিযুক্ত হন। শুধু সাহিত্য নয়, বিধবা বিবাহ, নারীশিক্ষা-সহ একাধিক সমাজ সংস্কারমূলক কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়াছিলেন বিদ্যাসাগর।

“ভারতের জন্য বাংলাদেশ খুবই গর্বিত, কারণ তারা অপরিপক্ক কিছু করে না” : ড. এ কে আব্দুল মোমেন

ঢাকা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : “ভারতের জন্য বাংলাদেশ খুবই গর্বিত, কারণ তারা অপরিপক্ক কিছু করে না।” খালিস্তানপন্থি নেতা হারদিপ সিং নিজ্জারের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারত-কানাডার কূটনৈতিক সম্পর্কের চরমভাবে টানাপোড়েনের মধ্যে এমনই মন্তব্য করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলার মধ্যেই খালিস্তানপন্থি নেতা হারদিপ সিং নিজ্জার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারত-কানাডা সম্পর্কে চরম টানাপোড়েন শুরু হয়। আর এই ঘটনায় ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিল বাংলাদেশ। নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনের ফাঁকে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যে কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, ভারতের জন্য বাংলাদেশ খুবই গর্বিত, কারণ তারা অপরিপক্ক কিছু করে না। সেই সঙ্গে বিষয়টির শান্তিপূর্ণ সমাধানও আশা করেন তিনি। ভারতের বিরুদ্ধে কানাডার সরকারের অভিযোগকে ‘দুঃখজনক পর্ব’ উল্লেখ করে ড. মোমেন আশা প্রকাশ করেন, বন্ধুত্বপূর্ণভাবে বিষয়টির সমাধান করা হবে।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী বলেন, আমি মনে করি, এটা খুবই দুঃখজনক। আমি ঘটনার বিস্তারিত জানি না, সেজন্য আমি কোনও ধরনের মন্তব্য করতে পারি না। কিন্তু আমরা ভারতকে নিয়ে খুবই গর্বিত; কারণ তারা অপরিপক্ক কিছু করে না। ভারতের সঙ্গে আমাদের খুবই দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। সেটা মূল্যবোধ ও নীতির ওপর ভিত্তি করে গঠিত।

প্রসঙ্গত, গত ২২ সেপ্টেম্বর বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী মোমেনের সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। সে সময় দুই বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

কোচবিহারে হদিস ‘ভুয়ো’ ডাক্তারের ! তুলে দেওয়া হল পুলিশের হাতে

কোচবিহার, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারে হদিস মিল্ল ভুয়ো চিকিৎসকের ! মঙ্গলবার শহরের ধর্মতলা এলাকায় ওই ‘ভুয়ো’ চিকিৎসককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দা ও রোগীরা। তাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত রতনচন্দ্র সরকার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। কয়েকমাস ধরে তিনি ধর্মতলা এলাকায় প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেন। তার প্রেসক্রিপশনে নিউরো ফিজিশিয়ান, এমবিবিএস, এমডি (এইমস) লেখা রয়েছে। দালাল মারফত বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগী নিয়ে এসে তাঁদের ভুল চিকিৎসা ও প্রচুর পরিমাণে টেস্ট, ওষুধ লিখে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। বিশেষ করে অসম থেকে আসা রোগীরাই তার টার্গেট ছিল।

স্থানীয় কাউন্সিলর শুভ্রাংশু সাহার নেতৃত্বে স্থানীয় বাসিন্দারা এদিন ওই ‘ভুয়ো’ চিকিৎসকের চেম্বার বন্ধ করে দেন। শুভ্রাংশুবাবু বলেছেন, প্রায় ছয় মাস ধরে অভিযুক্ত এখানে প্র্যাকটিস করছেন। তাকে দেখে বাসিন্দাদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা তার কাগজপত্র দেখতে চান।

কী করি বাংলা ভাষা

গত কয়েক বছর বাংলা ভাষা নিয়ে একটা উদ্বেগ মধ্যবয়স্ক বাঙালি মানসে দেখা দিচ্ছে, বলা ভাল মধ্যবিত্ত মানুষই এই উতকণ্ঠার শিকার। তার দুটো দিক। প্রথমত আপন সন্তানটি যাতে দুধেভাতে থাকে সেই মনোবাঞ্ছায় নিজেরটিকে বাংলা ভাষা থেকে দূরে রাখা। সে-ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা। আর দ্বিতীয়ত নিজে যদি ভাষাজীবী হয়ে থাকি, নিজের ভবিষ্যত বাংলাভাষী দেশে কতটা সুরক্ষিত সে ভাবনায় মন দেওয়া।

এর বাইরে একটা বাংলা ছিল, আছে এবং থাকবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে বলেছিলেন “তুমি আমি লইয়া কি দেশ”, সেটা এই দু’টি আশঙ্কায় তাই স্থান পায় না। সেই বাংলাটা কিন্তু বেড়েই চলেছে নিজের নিয়মে, কলকাতা হয়তো বা তোমাকেই ভুলে যাবে, পুরুলিয়া বলবে চলে এসো। এ কলকাতায় বাংলা কোথাও নেই ঠিক কথা, কিন্তু মেদিনীপুরে সমুদ্রের ধারে বাংলা পুস্তক-বিপণিও খুলছে। কথাটা তথ্যভিত্তিক, বাংলা ভাষার এই বিস্তারের কথা উঠে আসছে গবেষণাতেও। তবে এই দু”টি আশঙ্কার বাইরে একটা সত্যিকারের সংবর্তের ইশারা দেখা যাচ্ছে।

বাংলা ভাষা কেন এই সাধারণ ঝুটঝামেলায় জড়িয়ে গেল, এ-পার বাংলায় তার সাংস্কৃতিক আর সামাজিক ইতিহাস-চর্চা নীহাররঞ্জন রায়ের মতো ইতিহাসবিদের লাঞ্ছনা থেকে পড়া যেতে পারে। উনি ইংরেজি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উঠিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। বাঙালির সার্বিক অবক্ষয় নিয়ে ওঁর অসামান্য লেখা আনন্দবাজার পত্রিকা-র পাতায় ঠিক তেতাল্লিশ বছর আগে বেরিয়েছিল। সে লেখা আর্কাইভে স্থান পেয়েছে। এ কালের দুঃখ এ কালের মাপে ঢেঁকি-ছাঁটা। যার যেমন নজর। পাতা ঝরে কালের নিয়মে, সেটাই তার স্বাভাবিক গতি, তা নিয়ে ভাদ্র মাসে কান্নাকাটি করা চলে না। কিন্তু সংস্কৃতির পতন কালের নিয়ম নয়, তার যোগ বাজারের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে, গোটা সমাজটার সঙ্গে। ধরা যাক মধ্যশ্রেণির ভাষাজীবী “ক”-বাবু ভাবছেন: বাংলার সব্বোনাশ হল, ভারতের সিংহাসনে সে ভাষাটি নাই তিনি এক বারও ভাবতে পারছেন না, সিংহাসনই একমাত্র আসন নয়। মহাভারতে বলছে মৃত্তিকাই শ্রেষ্ঠ আসন। সেখানে কি পৌঁছনো গেল? না গেলে কেন গেল না? এটাই তো হওয়া উচিত আসল প্রশ্ন। তা হলে দুর্ভাগা দেশটার এত বীরের প্রয়োজন হত না।

এই না-পহুঁছ”এর উতকণ্ঠা যেখানে দেখা দিচ্ছে সেটাই প্রকৃত, বাকি সব নাকি কান্না সন্তানের সঙ্গে এই দেশেতে জন্ম নিয়ে ওই দেশেতে মরে যাবে (দীপেশ চক্রবর্তীর কথায়)। সে কাজ কিন্তু হচ্ছে। বাঙালির সেরা মননের মানুষ আজ বাংলা ভাষায় লেখার তাগিদ অনুভব করছেন। বাংলার সর্বভারতীয় প্রসারের কথা ভেবে এগিয়ে আসছেন। প্রবন্ধ চর্চায় দেখতে পাচ্ছি, রণজিত গুহর মতো ইতিহাসবিদ তাঁর শেষ জীবনের সমস্ত লেখা লিখলেন বাংলা ভাষায়। সুদীপ্ত কবিরাজের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পর পর লিখে চলেছেন বাংলা প্রবন্ধ। সুকান্ত চৌধুরীর প্রথম বড় বাংলা বইটি কোনও পূর্বপ্রকাশিত লেখার সঙ্কলন নয়, মৌলিক গবেষণা। শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোপাল রাখাল দ্বন্দ্বসমাস অনুবাদ হল ইংরেজি ভাষায়।

দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তীর লেখা এবং আলোচনা গোটা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ছে। শোভনলাল দত্তগুপ্ত মশাই গৌড় বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে হাবেরমাস আর আলথুসের বাংলায় পড়িয়ে এলেন। ইউটিউবে সেটা দেখতে পাচ্ছে ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের রাজু মাহাতো। সমাজবিজ্ঞানী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জরুরি বই ট্রুথস অ্যান্ড লাইজ অব ন্যাশনালিজম একই সঙ্গে ইংরেজি আর বাংলায় বেরিয়ে গেল চোখের সামনে। স্বপন চক্রবর্তীর বাংলা লেখাগুলো নিয়ে কী অপূর্ব এক জানলার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে আমাদের বাঙালি ছেলেমেয়ের দল। ফল বললেই ফল ফলে না, গাছের নাম যদি আঙুর হয় তখন প্রাণীর নামও খেয়াল রাখা চাই। গত কয়েক বছর আগে থেকে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক একটি কর্মযজ্ঞ শুরু করেছেন। ঘটনা ঘটছে ধীর লয়ে, কিন্তু এর ফল অটামএর সঙ্গে জুড়ে নেই। চিরকালের। বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সাহিত্যকাজগুলি যোগ্য মানুষের হাতে বিলিতি ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে। কবি শঙ্খ ঘোষ এই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। আবার সিগাল পাবলিশিং হাউস অরুণাভ সিংহর অনুবাদে কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন, স্পিভাকের অনুবাদে বেরিয়েছে মহাশ্বেতা দেবী। কবি জয় গোস্বামীর গোটা একটি বাংলা কবিতাবই সূর্য পোড়া ছাই আর একটি সঙ্কলন সম্পূর্ণা চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন হার্পার কলিন্স প্রকাশনা থেকে। তাই একই সঙ্গে জাতীয় স্তরে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলা লেখা এবং বাংলায় লেখার কাজ বরং এখনই আশাপ্রদ ভাবে শুরু হয়েছে। দিল্লি থেকে বিদেশের প্লেনের টিকিট এল বা এল না, এটা আমাদের না ভাবলেও চলে। ভাষা-পুলিশের হাতে না দিয়ে ভালবাসার উপর ভাষাকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। নইলে বাঙালি কলকাতাবাসী অনেক ভদ্রজনকে উকিল নিয়ে থানায় ছুটতে হবে, সন্তানের “বেল” পাওয়ার জন্য। স্বকীয়তা বড় প্রয়োজনের জিনিস। আর প্রয়োজনের জিনিস সময়ের সম্পূর্ণ জ্ঞান। নুহ-মণি পুর-কলকাতা- গুজরাত- ইউক্রেনে যা ঘটছে তা নিয়ে লিখব না নীরব থাকব সেটা শিল্পীর নিজস্ব ভাবনা। তার সঙ্গে ধ্রুপদ খেয়ালের কোনও সংস্রব নেই। কিন্তু যা লিখব নিজের ভাবনায় নিজের প্রকাশ ভঙ্গিতে লিখলে তবেই সে লেখা আলোচনার যোগ্য হবে। নইলে সংস্কৃতে যাকে বলে চিত্রকাব্য, মানে “লেখার-মতো” জিনিস “প্রায়-লেখা” সেটাই হয়ে যাবে। তা আবার চার দিকে ছড়িয়ে পড়লে সমস্যা।

এই পত্রিকার উত্তর-সম্পাদকীয়তেই এ বছরের পয়লা জানুয়ারি রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। “প্রথম দিনের সূর্য”। তাতে পড়তে পাচ্ছি “খামাজের আরোহণে রেখাব লাগে না। এ রকম অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু এমন কোনও রাগ কি আছে যেখানে “সা” বর্জিত স্বর? রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনে সেই “সা”। এই “সা” যেন আমার জীবনকে ছেড়ে না যায়।” আর গত ১৫ সেপ্টেম্বর এই পত্রিকায় প্রকাশিত উত্তর-সম্পাদকীয়তে শেষ চার লাইনে লেখক লিখছেন: তার পরেও একটা জিনিস লাগে। “সা”।... বহু লেখক “সা” লাগাতে পারেন না। “সা” সবার কাছে আসে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে এসেছিল। কবি রামপ্রসাদ মায়ের কাছে তবিলদারি চেয়েছিলেন, কিন্তু তহবিল তছরুপের মামলায় বাঙালি সাহিত্যজীবীকে ফাঁসানো মুশকিল। গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।

ধর্মবিশ্বাস কি বিজ্ঞানবিরোধী

সম্প্রতি ভারতের চন্দ্রাভিযানের প্রাক্কালে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও চাঁদে অবতরণ স্থলের “শিবশক্তি” নামকরণ নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। ইসরো প্রধান শ্রীধর পানিকর সোমনাথ কেন মন্দিরে পূজা দিলেন, তা নিয়ে আক্রমণ চলেছে একেবারে ব্যক্তিগত স্তরেও। সোমনাথ বলেছেন, তিনি পরিব্রাজক কখনও বহির্জগতের, কখনও অন্তর্জগতের; তাঁর মন কখনও মহাবিশ্বের রহস্য অনসন্ধান করে, কখনও আবার ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদনের মাধ্যমে শক্তি পায়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটি নতুন নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রথম সারির বহু বিজ্ঞানী উচ্চমার্গের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিজীবনে ধার্মিক আচার পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন, ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন।

ভারতীয় গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন ছিলেন গভীর ভাবে ধার্মিক। তিনি নামাগিরি দেবীর ভক্ত ছিলেন ছোটবেলা থেকেই। রামানুজনের প্রতিভাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরার অন্যতম কারিগর ছিলেন কেমব্রিজের গণিতজ্ঞ গডফ্রে হ্যারল্ড হার্ডি, যিনি ছিলেন আবার ঘোর নাস্তিক। হার্ডির কৌতূহল ছিল রামানুজন গণিতের কঠিনতম সমীকরণ ও অন্যান্য ধারণা করেন কী ভাবে। শোনা যায়, রামানুজন বলেছিলেন, নামাগিরি দেবী তাঁর কানে বলে দিয়ে যান স্বপ্নের মধ্যে। তেমনটা আদৌ হতে পারে কি না, সে অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকুই বলার যে, রামানুজনের ধর্মবিশ্বাস কেমন ছিল, তিনি কতটা নিয়ম পালন করতেন, সে সব প্রশ্নের সঙ্গে তাঁর প্রতিভা বা গণিতশাস্ত্রে তাঁর অবদানের কোনও সম্পর্ক নেই বিরোধও নেই, সঙ্গতিও নেই।

পাকিস্তানের প্রথম নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আবদুস সালামের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করি। বিশ্বজগতে চারটি মৌলিক বল কাজ করে মহাকর্ষ বল, তড়িতৌম্বকীয় বল, দুর্বল বল এবং শক্তিশালী বল। শেষের দু”টি পরমাণু জগতের মধ্যে ক্রিয়াশীল। চারটি বলকে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত করাটা পদার্থবিজ্ঞানীদের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তড়িতও চৌম্বক যে একই বল, সেটার তাত্ত্বিক ধারণা প্রথম করেছিলেন জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। ঠিক তেমনই, তড়িতৌম্বকীয় ও দুর্বল বল দু’টি যে একই, তা প্রমাণ করেছিলেন সালাম, শেল্ডন লি গ্লাশো ও স্টিভেন ভিনবার্গ। সালাম উল্লেখ করেছেন যে, একীভূত বলের ধারণা করতে নিজের গভীর ধর্মবিশ্বাস থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন তিনি।

পদার্থবিদ্যায় ভারতের প্রথম নোবেলজয়ী সি ভি রমন ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। উপবীত ধারণ করেছেন আজীবন, নিজেকে ধার্মিক বলতে দ্বিধা করেননি। মহাত্মা গান্ধী ও প্রাণিবিজ্ঞানী গিলবার্ট রামের সঙ্গে কথোপকথনে রমন বলেছিলেন, “ঈশ্বর থাকলে বিজ্ঞান তাঁকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সন্ধান করবে। না থাকলে তিনি সন্ধানের যোগ্য নন।” অন্য দিকে, আলবার্ট আইনস্টাইন কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেননি। কিন্তু ধর্মাচরণ বা ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের সঙ্গে কথোপকথনে, নিজের নানা লেখায় তিনি কৌতূহলী ছিলেন মহাবিশ্বের প্রকৃতির সত্যানুসন্ধানে। আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন: বিশ্বজগতথেকে বিচ্ছিন্ন, এমন দৈবিক সত্তায় কবি বিশ্বাস করেন কি না। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বিচ্ছিন্ন নয়, তিনি বিশ্বাস করেন মানবিক বিশ্বজগতে, যার মূল সত্য মানুষ। উদাহরণস্বরূপ, বস্তু হয়তো বাইরে থেকে নিরেট, কঠিন; কিন্তু ভিতরে থাকা ইলেকট্রন প্রোটনের মধ্যে কত না ফাঁকা স্থান সেখানে। তেমনই মানুষ হিসাবে প্রত্যেকে আলাদা, কিন্তু মানবিক সম্পর্কের দ্বারা তারা শৃঙ্খলিত হয়ে বিশ্বজগততৈরি করেছে। তাই মনে হয়, দু’জনেই যেন মহাবিশ্বে আমি একা “ভ্রমি বিস্ময়ে” মুগ্ধ।

ধর্ম, ঈশ্বর বিশ্বাস ছাড়াও বিজ্ঞানজগতে এসেছে রক্ষণশীল সংঘাতের আবহ। আমেরিকান বিজ্ঞানী ও জনপ্রিয় লেখক কার্ল সাগান বহির্বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে নানা সময় বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক সময় তাঁকে বলতে হয়েছিল, “প্রমাণের অনুপস্থিতি কিন্তু কোনও কিছুর অনুপস্থিতির প্রমাণ নয়।”

বিজ্ঞানের সর্বজনগ্রাহ্য রূপ হল, কোনও ধারণা সত্য হলে তা পরীক্ষালব্ধ তথ্যের দ্বারা যাচাই করা। অন্যথায় সেটি গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু, সমাজ বা রাজনীতির হাতে ততখানি সময় থাকে না, ফলে বিজ্ঞানের উপর চলে আসে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যথোপযুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষার বদলে বলপূর্বক সনাতনধর্মী আচার পালনের বাধ্যবাধকতা। দ্বন্দ্ব শুরু হয় বিজ্ঞান বনাম সায়েন্টিজম-এর। দ্বিতীয়টি ধর্মাচরণের খারাপ দিকের মতো বিজ্ঞানের খারাপ দিক। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিসরে জায়গা করে নেয় অপবিজ্ঞান। থালা বাজানো, গোমূত্রপান করে ভাইরাস ঠেকানোর নানা নিদান। সেই অপবিজ্ঞানের বিরোধিতা করা জরুরি, কিন্তু তার জন্য বিজ্ঞানীর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসকে আক্রমণ করার দরকার নেই। ধর্ম বা বিজ্ঞান, কোনও গোঁড়ামি থেকেই অযথা আক্রমণাত্মক হলে তা শুধু যে বিজ্ঞানের বিকাশের জন্য প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে তা নয়, মানবতার পক্ষে ভয়ঙ্কর হবে।

অসাম্যের ছবি ও “মধ্যবিত্ত”

অসাম্য বাড়ছে, দেশের এক শতাংশ অতিধনীর হাতে দেশের সত্তর শতাংশ সম্পদ কথাগুলো বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। এতে মনে হয়, যেন অতিধনীরা এক দিকে, আর উল্টো দিকে গরিব শ্রমজীবী, মেধাজীবী মধ্যবিত্ত। উচ্চশিক্ষিত, বাক্যবাগীশ মধ্যবিত্তরাই জনমত গঠনে সবচেয়ে ততর। রাজনীতি ও প্রশাসনের উপর তাঁদেরই প্রভাব যথেষ্ট।

তাঁরা সক্রিয়, সরব হওয়া সত্ত্বেও কেন অসাম্য বাড়ছে?

এর একটা সূত্র মিলতে পারে আয়ের বণ্টনের প্রকৃত ছবিটা দেখলে। প্রধানত দু’টি তথ্যসূত্র থেকে তার হিসাব মেলে, সরকারি (পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে) আর বেসরকারি (কনজিউমার পিরামিড হাউসহোল্ড সার্ভে, যা করে সিএমআইই সংস্থা)। দু’টি সমীক্ষা থেকেই রোজগেরে মানুষকে ১০টি সমান বর্গে ভাগ করলে, প্রতি বর্গে থাকবেন দশ শতাংশ ব্যক্তি। সরকারি সমীক্ষার নমুনা ছিল কম, প্রতিটি বর্গে পড়বেন একচল্লিশ হাজার ব্যক্তি, বেসরকারি সমীক্ষার ক্ষেত্রে সত্তর হাজার। সরকারি তথ্য দেখাচ্ছে, ২০২১-২২ সালে প্রথম বা সর্বনিম্ন বর্গের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় ছিল ৯২১ টাকা। পরিবারের সদস্যসংখ্যা সাড়ে চার, আর টাকার হিসাবটা ২০২২-এর বাজার দরে কষলে পরিবারগুলির মাসিক গড় আয় দাঁড়ায় ৪১৪৪ টাকা। আর সর্বোচ্চ, মানে দশম বর্গের ব্যক্তির গড় আয় ১৭,৬০৭ টাকা, পারিবারিক গড় আয় ৭৯,২৩১

টাকা। মানে, আয়ের তফাত উনিশগুণ! “মধ্যবিত্ত” কথাটির অর্থ, বিত্তের নিরিখে যিনি মাঝামাঝি। আয়ের হিসাবে তাঁরা হবেন পঞ্চম বর্গের মানুষ। ২০২১-২২ সালে এই বর্গের মাথাপিছু মাসিক গড় আয় ছিল তিন হাজার টাকা, আর পারিবারিক গড় আয় ১৩,৫০২ টাকা। যে মধ্যবিত্তের ঘরে টিভি-ফ্রিজ রয়েছে, অনেকের হয়তো এসি, গাড়িও রয়েছে, বেসরকারি স্কুল-কলেজে যাঁরা সন্তানদের পড়ান, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিতা করান, অর্থনীতির দৃষ্টিতে তাঁরা আসলে “মধ্যবিত্ত” নন। তাঁদের গৃহপরিচারিকাকে বরং মধ্যবিত্ত বলা চলে। অসাম্যের চিত্রটি অন্য একটি কারণে লক্ষণীয়। মাসিক মাথাপিছু গড় আয়ের নিরিখে প্রথম থেকে ষষ্ঠ, প্রতিটি বর্গের মধ্যে পারস্পরিক তফাত কম-বেশি মাত্র ৫০০ টাকা। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম বর্গের মধ্যে সেই তফাত কম-বেশি ১২০০ টাকা, অষ্টম ও নবম বর্গের মধ্যে ২১০০ টাকা। কিন্তু শুধু নবম আর দশম বর্গের মধ্যে তফাত দশ হাজার টাকা! এই দু’টি বর্গের মধ্যে আয়ের অসাম্য আড়াইগুণ। এ ভাবেও দেখা চলে যে, সর্বনিম্ন বা প্রথম বর্গের সঙ্গে নবম বর্গের তফাত আটগুণ। কিন্তু প্রথম বর্গের সঙ্গে দশম বর্গের তফাত উনিশগুণ। অর্থাতদশম বর্গটি একাই অসাম্যের এক বিশাল ব্যবধান তৈরি করছে। বেসরকারি সমীক্ষা আরও বড় ফারাক দেখাচ্ছে সর্বনিম্ন আর সর্বোচ্চ বর্গের মধ্যে আয়ের অসাম্য উনিশগুণের জায়গায় বাইশগুণ। সে জায়গায় সর্বনিম্ন বর্গের সঙ্গে নবম বর্গের ব্যবধান দশগুণ। অর্থাত এই হিসাবেও শুধু দশম বর্গটি অসাম্যের পরিমাণ অনেকখানি বাড়িয়ে দিচ্ছে। এই সমীক্ষায় পঞ্চম বর্গের মাথাপিছু মাসিক গড় আয়ের পরিমাণ ৪,৬০২ টাকা আর পারিবারিক গড় আয় ২০, ৮২৯ টাকা (২০২১-২২)। লক্ষণীয়, সমীক্ষার প্রশ্নের গঠন ও পদ্ধতির তফাতের জন্য বেসরকারি সমীক্ষায় প্রতিটি বর্গে মাথাপিছু এবং পারিবারিক আয়ের পরিমাণ সরকারি সমীক্ষা থেকে বেশি। কিন্তু দু’টি সমীক্ষাই দেখাচ্ছে, সবচেয়ে উপরের বর্গে রয়েছেন সরকারি কর্মী, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, এবং অন্য সমগোত্রীয়রা, অর্থাতঅধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত এবং পেশাদার ব্যক্তি। যাঁরা নিজেদের মধ্যবিত্ত ভাবেন, আয়ের বিচারে তাঁদের সিংহভাগই দেশের “এলিট”।

অর্থাত “বিলিয়নেয়ার” নন, তথাকথিত মধ্যবিত্তই অসাম্যের যথার্থ প্রতীক। কারণ দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান সে ভাবে সামনে আসে না। সত্তর-আশির দশকেও দরিদ্র, নিম্নবিত্তের সঙ্গে স্বার্থের সংহতি তৈরি করতে আইন, প্রশাসনের আমূল পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করেছে মধ্যবিত্ত। এখন অসাম্যের প্রশ্ন তুললে এঁরাই বিলিয়নেয়ারের দিকে আঙুল তোলেন। মধ্যবিত্তের সঙ্গে দরিদ্রের এই ক্রমবর্ধমান ফারাকের কয়েকটি কারণ বলতেই হয়। গত ত্রিশ বছরে শিক্ষায় বেসরকারিকরণের ফলে শিক্ষার অসাম্য রোজগারের অসাম্যতে পরিণত হয়েছে। কর্মসংস্থানেও সেই চিত্র ক্ষুদ্র উতাদন উদ্যোগে কর্মসংস্থান হয় চল্লিশ শতাংশ কর্মীর, আর বৃহতউদ্যোগে কর্মসংস্থান হয় ৩০ ভাগ রোজগারির। মাঝারি উদ্যোগে কর্মসংস্থান সবচেয়ে কম। কর্মসংস্থানের অসাম্যও তাই রোজগারের অসাম্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সরকারের ভূমিকাও কম নয়। সরকারি কর্মী যখন শহরে থাকেন, তাঁরা ভুলে যান যে শহুরে ধনীর থেকে শহুরে গরিবের তফাতটা গ্রামীণ অসাম্যের থেকে বেশি। অথচ, তাঁরা আক্ষেপ করেন যে তাঁদের করের টাকায় সরকার গরিবদের খয়রাতি দেয়। আয়কর কমানোর পক্ষে সওয়াল করেন। জনপরিসরের আলোচনায় এক শতাংশের সঙ্গে নিরানব্বই শতাংশের তুলনা করতে গিয়ে আসল অসাম্য এ ভাবেই আড়াল হয়ে যায়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজা উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত উদযাপন হবে ঃ আইজিপি

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৬।। বাংলাদেশের পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন বলেছেন, বাংলাদেশে দুর্গাপূজা উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত উদযাপন হবে। আসন্ন দুর্গাপূজাকে লক্ষ্য করে কেউ যাতে গুজব ছড়াতে না পারে সেজন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকার এবং পূজা উপলক্ষে সারাদেশে পুলিশের টহল জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরের হল অব প্রাইডে সারাদেশে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা মণ্ডপে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আয়োজিত এক সভায় আইজিপি এ নির্দেশ দেন। সভায় অতিরিক্ত আইজিপি, ঢাকাস্থ বিভিন্ন পুলিশ ইউনিটের প্রধান, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও ঢাকা মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপাররা ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন।

আইজিপি বলেন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যাতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে না পারে সেজন্য পুলিশ সদস্যদের সজাগ থাকতে হবে। তিনি মাঠ পর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের পূজার আগে, পূজার সময় এবং পূজার পর স্থানীয় পূজা উদযাপন কমিটির নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেন।

আইজিপি বলেন, দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, অতীতে যেমন দুর্গাপূজা উৎসবমুখর ও আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপিত হতো, এবারও তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়া নিরাপদে দুর্গাপূজা উদযাপন হবে। সভায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বসহ নেতারা পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেন।সভায় জানানো হয়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে পুলিশ সদর দপ্তর ও অন্যান্য পুলিশ ইউনিটে মনিটরিং সেল স্থাপন করা হবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা ২০-২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে।

জম্মুতে রহস্যমৃত্যু হুগলির যুবকের

হুগলি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। পেটের টানে জম্মুতে কাজে গিয়েছিলেন হুগলির যুবক ।কোন্নগরের বাসিন্দা সুরজিৎ দাস (২৩)। আচমকা সোমবার তাঁর রহস্যমৃত্যু হয়েছে। সঙ্গীদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ এনেছে যুবকের পরিবারে সদস্যরা ।জম্মুর রমবান জেলার বানিহাল এলাকায় সুরজিৎ গিয়েছিলেন তাঁর তিন সঙ্গীর মৃত্যুর আগের রাতেও ছেলের সঙ্গে মায়ের কথা হয়েছিল। বলেছিলেন, “আমি কোথায় আছি তোমাদের বলতে পারব না।” তার পরের দিনই ছেলের মৃত্যুর খবর আসায় সন্দিগ্ধ পরিবার ।কিছুদিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে রাজমিস্ত্রির কাজে বাড়ি কোন্নগরের চটকল এলাকায়। বন্ধুদের মোবাইল থেকে পরিবারের সঙ্গে কথা হত তাঁর। রবিবার রাতেও কথা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ সোমবার জম্মু থেকে সুরজিতের মৃত্যুর খবর এসে পৌঁছয় তাঁর পরিবারের কাছে। পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের ছেলেকে খুন করা হয়েছে। তাঁর বন্ধুদের কথায় অসঙ্গতি রয়েছে ।মৃতের পরিবারের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, প্রথমে ছেলের বন্ধুরা জানিয়েছিল, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে যুবকের। পরে আবার এক বন্ধু জানায়, সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে সুরজিতের। বর্তমানে মৃতদেহ তড়িঘড়ি ময়নাতদন্ত করে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাইছে ঠিকাদার। আর এতেই পরিবারের সন্দেহ বেড়েছে ।মৃতের মা সুলতা দাসের কথায়, “ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাঁকে খুন করা হয়েছে।” সুরজিতের পরিবার জম্মুতে গিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানাবেন। তিন বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলেই মনে করছে তারা।

বাংলাদেশের বেনাপোল দিয়ে ভারতে ৩ দিনে ১৭৩ টন ইলিশ রপ্তানি

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৬।। বাংলাদেশের বেনাপোল বন্দর দিয়ে তিন দিনে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ১৭৩ টন ইলিশ রপ্তানি করেছে বলে বেনাপোল মৎস্য অফিসের একটি সূত্রে জানিয়েছে। সোমবার পর্যন্ত আগের তিন দিনের ইলিশ রপ্তানির তথ্য জানায় সূত্রটি। চলতি বছর ভারতে ৩ হাজার ৯৫০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। দুর্গাপূজার আগে পদ্মার ইলিশ পেয়ে খুশি কলকাতাবাসী। অন্যদিকে ভারতে ইলিশ রপ্তানির কারণে বাংলাদেশে মাছটির দাম বেড়ে যাচ্ছে। দেশের বাজারে ইলিশের দাম বাড়ায় ক্ষোভও প্রকাশ করছেন ক্রেতারা। রপ্তানির সিদ্ধান্তের পর দেশীয় বাজারে মাছের দাম কেজিতে ৪০০-৫০০ টাকা বেড়েছে বলে জানিয়েছেন ক্রেতারা। ইলিশের উৎপাদন কমে যাওয়ায় সরকার ২০১২ সালে ইলিশ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে ২০১৯ সাল থেকে পূজা উপলক্ষে ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দিয়ে আসছে সরকার।

বেনাপোলের বাজারে ইলিশ কিনতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করে মশিয়ার রহমান নামের এক ভোক্তা বলেন, বাজারে ইলিশের দাম দ্বিগুণ হওয়ায় এ বছর ইলিশ কিনতে পারিনি। বাজারের ইলিশ ব্যবসায়ী শহিদ জানান, রপ্তানির কারণে ইলিশের দাম বাড়ছে। বর্তমানে এক কেজি ওজনের ইলিশ ২ হাজার টাকা এবং ৫০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ১ হাজার ২০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

ভারতীয় সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক চন্দ্র বলেন,দুই দেশের মধ্যে ভালো সম্পর্কের কারণে পূজার আগে আমরা বাংলাদেশি ইলিশ পেয়েছি। আমরা খুব খুশি।

বেনাপোল মৎস্য অফিসের মৎস্য বিষয়ক কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান বলেন,সরকারের বিশেষ অনুমতি নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে ইলিশ রপ্তানি শুরু হয়েছে। গত তিন দিনে (বৃহস্পতি, শনি ও সোমবার) ভারতে ১৭৩ মেট্রিক টনের বেশি ইলিশ রপ্তানি হয়েছে। দেশের ৭৯টি ইলিশ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ৩০ অক্টোবরের মধ্যে বাকি ইলিশ রপ্তানি শেষ করবে।

জামুগুড়িহাটের জিয়াভরলি নদীতে সন্ধানহীন ব্যক্তি

জামুগুড়িহাট (অসম), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শোণিতপুর জেলার অন্তর্গত জামুগুড়িহাটের বুক চিরে প্রবাহিত জিয়াভরলি নদীতে জনৈক ব্যক্তি এখনও সন্ধানহীন। তাঁকে উদ্ধার করতে তীব্র অভিযান চালিয়েছেন এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা।

জানা গেছে, জামুগুড়িহাটের চামধরা গ্রামের বাসিন্দা জগত ভুইয়াঁ (৫৫) নামের ব্যক্তি গতকাল সোমবার বিকেলের দিকে তাঁর গৃহপালিত গরু এপারে নিয়ে আসছিলেন। তখন আচমকা নদীর স্রোতে তিনি হারিয়ে যান।

আজ ভোর থেকে এসডিআরএফ-এর দল ডুবুরি নিয়ে জগত ভুইয়াঁকে জীবন্ত অথবা মৃত অবস্থায় উদ্ধার করতে তীব্র অভিযান চালিয়েছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ডেঙ্গি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে ছ’টি প্রশ্ন বিজেপি-র

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজ্য সরকার কী কী পদক্ষেপ করেছে, তা বিস্তারিত জানতে চেয়ে বিজেপি-র তরফে চিঠি দেওয়া হল মুখ্যমন্ত্রীকে। তাতে মোট ছ’টি প্রশ্ন করা হয়েছে। সেখানে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ অর্থ কী ভাবে খরচ করা হয়েছে তা জানতে চেয়েছেন বিজেপি বিধায়করা।

বিজেপি বিধায়করা লিখেছেন, গত বার রাজ্যে ডেঙ্গি ভয়াবহ আকার নিয়েছিল। সেই ঘটনা থেকে রাজ্য সরকার কোনও শিক্ষা নেয়নি। তাই এ বারও রাজ্যের ডেঙ্গি পরিস্থিতি ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে বলেই মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে শুরু উল্লেখ করেছেন গেরুয়া শিবিরের বিধায়করা।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের (এনএইচএম) অধীনে সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বাস্থ্য সচেতন ব্যবস্থাপনা উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার কত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে? সেই খাতে প্রাপ্ত অর্থ কোন কোন পথে খরচ করা হয়েছে? এবং সেই অর্থের মধ্যে কত টাকা বেতন বাবদ দেওয়া হয়েছে, তা চিঠিতে জানতে চাওয়া হয়েছে। ডেঙ্গি রুখতে ‘ভেক্টর কন্টোল টিম’ (ভিসিটি) ও ভিলেজ রিসোর্স পার্সন (ভিআরপি)-তে কত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে? এডিস মশার বাড়বাড়ন্ত রুখতে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর কী পদক্ষেপ করেছে? তা-ও জানাতে বলা হয়েছে।

কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন করা হয়েছে যে, ডেঙ্গিপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করতে কি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও ব্যবস্থা রেখেছে? ডেঙ্গি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কী কী পদক্ষেপ করা হয়েছে? ডেঙ্গি নিয়ে এলাকাভিত্তিক বিভাজনের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ করা হয়েছে তার কারণও জানতে চেয়েছেন বিজেপি বিধায়করা। ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্য সরকার সঠিক তথ্য দিচ্ছে না বলে অভিযোগও চিঠিতে করা হয়েছে। এমনকি, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককেও যে ডেঙ্গি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন তথ্য দেওয়া হচ্ছে না, তা-ও চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগের সুরে জানিয়েছে শুভেন্দুবাবুর নেতৃত্বাধীন বিধায়ক দল।

তার আগে এদিন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা স্বাস্থ্য ভবনে ঢোকার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁরা শেষ পর্যন্ত ঢুকতে পারেননি। তার পরেই বিধানসভায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন বিজেপি বিধায়করা। মোট ২৪ জন বিধায়ক এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন।

এশিয়ান গেমসে ভারতের কৃতিত্বে ফের শুভেচ্ছা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। এশিয়ান গেমসে ভারতের কৃতিত্বে মঙ্গলবার ফের শুভেচ্ছা জানালেন পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, “হাংঝুতে (চিন) চলমান ১৯তম এশিয়ান গেমসে ভারতের অবিশ্বাস্য পদক সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে এবং ৩ দিনে ১৪টি পদক দাঁড়িয়েছে! টিম ড্রেসেজ ইভেন্টে ঐতিহাসিক স্বর্ণপদক জেতার জন্য অনুশ আগরওয়ালা, হৃদয় বিপুল ছেদা এবং দিব্যকৃতি সিং-এর ভারতীয় দলের জন্য অত্যন্ত গর্বিত। গত ৪০ বছরে এটি অশ্বারোহীতে প্রথম স্বর্ণ। এছাড়াও, সেলিং-এ গার্লস ডিঙ্গি আইএলসিএ ৪ ইভেন্টে রৌপ্য জয়ের জন্য নেহা ঠাকুরকে অভিনন্দন। পুরুষদের উইন্ডসার্ফার আরএস — এক্স এ ব্রোঞ্জ পদক জেতার জন্য এবাদ আলীকে সাধুবাদ, এছাড়াও সেলিংয়ে। আপনার অসাধারণ সাফল্যের জন্য আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

দাসনগর-সহ পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি সিবিআইয়ের

হাওড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। প্রাথমিকে নিয়োগ মামলায় হাওড়ার দাসনগর-সহ পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি চালায় সিবিআই। মঙ্গলবার সকাল থেকে এই তল্লাশি শুরু হয়।

প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরপত্র বা ওএমআর শিট দেখে নম্বর দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ‘এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি’ নামের একটি সংস্থাকে। সেই সংস্থারই কর্তা কৌশিক মাজিকে নিজাম প্যালেসে ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআই। তিনি হাজির হন সিবিআইয়ের কলকাতার এই দফতরে। তাঁকে ওএমআর শিট নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। ওই সংস্থার অফিস, গুদাম, এমনকি কর্তা, কর্মীদের বাড়িতেও মঙ্গলবার তল্লাশি চালায় সিবিআই।

মামলার তদন্তকারী হিসাবে সিবিআইয়ের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। টেটের ওএমআর শিট সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল তাঁর এজলাসে। মামলাকারীর অভিযোগ ছিল, ওএমআর শিটের ‘ডিজিটাইজড ডেটা’য় অনেক ভুল রয়েছে।

আদালতে যে ওএমআর শিটের তথ্য বলে যে নথি পেশ করা হয়েছে, তা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, ওএমআর শিটের ডিজিটাইজড ডেটা বলতে যা বোঝায়, তা আসলে ওএমআর শিটের স্ক্যান করা কপি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পর্ষদ আদালতে যা পেশ করেছে, তা টাইপ করা তথ্য। আর সেই তথ্যে প্রশ্ন-উত্তরের অনেক বিকল্পেও ভুল রয়েছে।

এ ব্যাপারে সিবিআইকে ভর্ৎসনা করেই বিচারপতি বলেছিলেন, “সিবিআই তো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নই করেনি।

কী প্রশ্ন করবে সেটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? আপনাদের কাজ কি মানুষকে বোকা বানানো?... এর চেয়ে উলুবেড়িয়া থানাকে কেসটা দিলে ভাল হত!” সেই ভর্ৎসনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই টেট পরীক্ষার ওএমআর শিট দেখার দায়িত্বে থাকা সংস্থার কর্তাকে নিজাম প্যালেসে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।

সকাল ৯.৩০ মিনিটের মধ্যে পৌঁছতে হবে দফতরে, মন্ত্রী ও আধিকারিকদের বললেন নীতীশ

পাটনা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে সমস্ত মন্ত্রী ও সরকারি আধিকারিকদের নিজ নিজ দফতরে পৌঁছে যেতে হবে, এমনই নির্দেশ দিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। মঙ্গলবার পাটনার বেইলি রোডে অবস্থিত বিকাশ ভবন (নতুন সচিবালয়) এবং বিশ্বেশ্বরায় ভবনে (প্রযুক্তিগত সচিবালয়) আচমকাই পরিদর্শনে যান নীতীশ কুমার।

বিকাশ ভবনে তাঁর পরিদর্শনের সময়, নীতীশ কুমার দেখতে পান যে কিছু মন্ত্রী নিজেদের ঘরে অনুপস্থিত ছিলেন। তাতে হতাশা ব্যক্ত করেন নীতীশ এবং নির্দেশ দেন সকাল সাড়ে ৯টার মধ্যে সমস্ত মন্ত্রী ও সরকারি আধিকারিকদের নিজ নিজ দফতরে পৌঁছে যেতে হবে।

বিগত ৩০ দিনে ভারতের কূটনীতি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিগত ৩০ দিনে ভারতের কূটনীতি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার বিকেলে দিল্লির ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত জি-২০ ইউনিভার্সিটি কানেক্ট ফিনালে-তে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ’গত ৩০ দিনে ভারতের কূটনীতি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। জি-২০- এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্রিকস সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতের প্রচেষ্টায় ৬টি নতুন দেশ ব্রিকস-এ যোগ দিয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ’ভারত জি-২০ ইভেন্টকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে তা দেখে বিশ্ব অবাক। কিন্তু আমি মোটেও অবাক হই না। কারণ আপনাদের মত তরুণ শিক্ষার্থীরা যদি অনুষ্ঠানকে সফল করার দায়িত্ব নেন, তাহলে অবশ্যই সফল হবেন।’

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ’আমি গত ৩০ দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চাই। এই বিবরণ আপনাদের নতুন ভারতের গতি এবং স্কেল বুঝতে সাহায্য করবে। ২৩ আগস্ট সবাই ভারতের মুন মিশনের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছিল... সমগ্র বিশ্ব ভারতের কণ্ঠস্বর শুনেছিল, ’ভারত চাঁদে পৌঁছেছে।’ সেই দিনটি জাতীয় মহাকাশ দিবস হিসেবে পালিত হবে।’

মুন মিশনের সাফল্যের পরপরই, ভারত নিজস্ব সৌর মিশন শুরু করেছিল। গত ৩০ দিনে ভারতের কূটনীতি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।’

ফের কলকাতা হাইকোর্টে ধাক্কা রাজ্য সরকারের

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সভাই হোক, কিংবা চাকরি প্রার্থীদের প্রতিবাদের মিছিল, সরকারে যেই রাজনৈতিক দলই থাকুক না কেন, এছবি নতুন নয়। আর এবার গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল নিয়েও ”আপত্তি”-র পাঁচিল খাড়া করলেও আদতে ধোপে টিকল না। কার্যতই গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল নিয়ে আদালতে ধাক্কা রাজ্য সরকারের ।রাজ্যের তরফে দায়ের করা রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি খারিজ। রাজ্য সরকারের গ্রুপ ডি চাকরিপ্রার্থীদের মিছিল পূর্বনির্ধারিত রুটেই হবে, জানাল কলকাতা হাইকোর্ট ।মঙ্গলবার গত ২০ সেপ্টেম্বরের রায়ই বহাল রাখলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। শান্তিপূর্ণ মিছিলের দায়িত্ব আয়োজক এবং পুলিশ দুপক্ষেরই, জানাল আদালত। ”থিয়েটার রোড এবং ক্যামাক স্ট্রিটের সংযোগস্থল থেকে শুরু হবে মিছিল। নিজাম প্যালেসের সামনে দিয়ে রবীন্দ্রসদন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড হয়ে হাজরা মোড়ে শেষ হবে মিছিল ।আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ১টায় হবে মিছিল। রাজ্য সরকার যে স্কুলগুলি কথা উল্লেখ করেছে সেগুলি কোনওটিই ক্যামাক স্ট্রিটের ওপরে নয়”, কোনও বিক্ষোভ সমাবেশ নয়, মিছিল করে চলে যাবে, আপত্তি কোথায়, প্রশ্ন আদালতের।

এক মাসে ১০টি বাঘের মৃত্যু নীলগিরিতে, রহস্যের তদন্তে জাতীয় ব্যাঘ্র কমিশন

নীলগিরি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): একের পর এক বাঘের মৃত্যু। বিগত ৪০ দিনে তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলায় ১০টি বাঘের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছে। যাদের মধ্যে ছয়টি শাবক ছিল বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সোমবারই (২৫ সেপ্টেম্বর) নীলগিরি জেলায় এসেছিল জাতীয় ব্যাঘ্র কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল।

রহস্যজনক ভাবে একে একে বাঘের মৃত্যুর কারণ তদন্তে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা।

পূর্ব মেদিনীপুরে বৃদ্ধ দম্পতিকে বেঁধে দুঃসাহসিক ডাকাতি, তদন্তে পুলিশ

তমলুক, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পূর্ব মেদিনীপুরে বৃদ্ধ দম্পতির হাত-পা বেঁধে, ধারালো অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দুঃ সাহসিক ডাকাতি। সোমবার গভীর রাতে জেলার ময়নার পশ্চিম নৈছনপুর এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে দুষ্কৃতীরা প্রায় ২০ লক্ষ টাকা গয়না ও নগদ ৪০ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে বলেই খবর। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার পশ্চিম নৈছনপুর এলাকার বাসিন্দা চণ্ডীচরণ রায় অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী। এক ছেলে পেশায় চিকিৎসক এবং অপরজন শিক্ষক। স্বাভাবিকভাবেই পেশার তাগিদে তাঁরা বাড়িতে থাকেন না। বৃদ্ধ রায় দম্পতি থাকতেন বাড়িতে। গত রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে উঠোনেই ঘুমিয়ে ছিলেন ওই দম্পতি। রাত প্রায় ১টা নাগাদ ওই বৃদ্ধ দম্পতির শোয়ার ঘরে হানা দেয় সশস্ত্র একটি ডাকাতের দল। ঘোর কাটার আগে ডাকাতের দল তাঁদের মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বেঁধে ফেলে। এর পরও ধারালো অস্ত্র গলায় ধরে। মাথায় ঠেকানো হয় আগ্নেয়াস্ত্র। মারধরও করা হয় তাঁদের। প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে ওই বাড়িতে তাণ্ডব চালায় দুষ্কৃতীরা। দুটো আলমারি ভেঙে নগদ প্রায় ৪০ হাজার টাকা ও প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সোনার গহনা, কাঁসা-পিতলের বাসন নিয়ে চম্পট দেয় তাঁরা। দম্পতির অভিযোগ, দুষ্কৃতীদের দুজনের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা থাকলেও অন্যান্য প্রায় সকলেরই মুখ খোলা ছিল। তারা হিন্দিতে কথা বলছিল। তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে, গভীররাতে ৬টি বাইকে চড়ে সশস্ত্র দুষ্কৃতীদলটি ওই বৃদ্ধ দম্পতির বাড়িতে হানা দেয়। প্রথমে বাড়ির পাঁচিল টপকে জানালা দিয়ে ছাদে ওঠে। এর পর ছাদের চিলেকোঠার ঘরের তালা ভেঙে দম্পতির শোওয়ার ঘরে প্রবেশ করে। তাণ্ডব চালানোর পর বাড়ির মূল দরজা খুলে তারা চম্পট দেয়। এই ঘটনার সঙ্গে ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীদের যোগ রয়েছে বলেও প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান।

বৃদ্ধ চণ্ডীচরণ রায় বলেন, “আমরা এখনও খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি।”এ বিষয়ে তমলুকের মহকুমাপুলিশ আধিকারিক সাকিব আহমেদ জানিয়েছেন, “ঘটনার তদন্ত চলছে।”

ডেঙ্গি নিয়ে বিজেপি-র আন্দোলনের ঘোষণায় প্রতিবাদ তৃণমূলের

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। ডেঙ্গি পরিস্থিতির অবনতির প্রতিবাদে বুধবার থেকে রাজ্যজুড়ে বিজেপি সাত দিনের আন্দোলনে নামার ঘোষণা করেছে। তার প্রতিবাদ করল তৃণমূল ।মঙ্গলবার বিজেপি শিবিরের রাজ্যব্যাপী যে ধর্না-অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণার পরই তাদের দিকে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের শাসকদলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেছেন, ধর্না-অবস্থান করে এই পরিস্থিতির মাঝে অসুবিধা তৈরি না করে বিজেপিকে বলব রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় যেভাবে কাজ হচ্ছে, তাতে সাহায্য করুন। প্রচার অভিযানে সামিল হোন। মানুষকে সতর্ক করুন, জল-জঞ্জাল যেন কোথাও কোনওভাবে জমতে না পারে।

লখিমপুরে পুলিশি অভিযানে বাজেয়াপ্ত ২০ লক্ষাধিক টাকার জাল নোট

লখিমপুর (অসম), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : লখিমপুর জেলার অন্তর্গত বঙালমরায় অভিযান চালিয়ে ২০ লক্ষাধিক টাকার জাল নোট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। জাল নোট কারবারে জড়িত অভিযোগে জনৈক ব্যবসায়ীকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আজ মঙ্গলবার বঙালমারা থানা কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার রাতে স্থানীয় ১ নম্বর আহমেদপুর গ্রামে জনৈক ইমদাদুল ইসলামের বসতঘরে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। ইমদাদুলের ঘরে জলের একটি ট্যাংক থেকে বান্ডিল বান্ডিল টাকার নোট উদ্ধার করেন পুলিশের অভিযানকারীরা। জাল নোটের সঙ্গে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয় ইমদাদুল ইসলামকে। আজ সকালে ব্যাংক থেকে টাকা গোনার মেশিন এনে উদ্ধারকৃত টাকাগুলির পরিমাণ ২০ লক্ষের বেশি বলে ধরা পড়েছে।

সূত্রটি জানিয়েছে, ধৃত ইমদাদুলকে জিজ্ঞাসাবাদের পর বঙালমরার মিরি গ্রামের গুলজার হুসেন, রিয়াজুল ইসলাম, ফাইজুল ইসলামের বাসায় পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। তবে পুলিশের আগমনবার্তা পেয়ে এরা সবাই পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

এদিকে গোপন খবরের ভিত্তিতে আজ ভোরে ২ নম্বর সোনাপুর থেকে আরেক জাল নোট কারবারি শাহজাহান আলিকে আটক করেছে পুলিশ। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, ইমদাদুল, রিয়াজুল, ফাইজুল, গুলজার এবং তাদের গ্যাঙ গোপনে গুয়াহাটিতে জাল নোট পাচার করত বলে খবর ছিল পুলিশ সুপার আনন্দ মিশ্রের কাছে। আনন্দ মিশ্রের নির্দেশে গতরাতে চলেছিল ধারা অভিযান। ইতিমধ্যে জাল নোটের চক্রকে উৎখাত করতে বিহপুরিয়া, বঙালমরার অন্য স্থানে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে বলেও জানিয়েছে সূত্রটি।

বিচ্যুতি রুখতে ধারাবাহিকভাবে ক্লাস নিতে হবে, মন্তব্য শোভনদেবের

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বিচ্যুতি রুখতে ধারাবাহিকভাবে ক্লাস নিতে হবে। দলের যারা সিনিয়র তাঁদেরই এই দায়িত্ব নিতে হবে। না হলে এই বিচ্যুতি আরও বড় আকার নেবে। মঙ্গলবার এই মন্তব্য করেছেন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ।তিনি স্বীকার করেছেন, দলের মধ্যে এই প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের যাঁরা নির্বাচিত হচ্ছেন, তাঁরাও এই সমাজের অংশ। সমাজের মধ্যে যে বিচ্যুতি দেখা যাচ্ছে তার প্রভাব দলের মধ্যেও পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। ফলে ধারাবাহিক কর্মসূচি নিতে হবে। ক্লাস নেওয়া, সভায় আলোচনা চালাতে হবে। না হলে বিচ্যুতি রোখা যাবে না। এমনই মত শোভনদেববাবুর।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

মানসিক বিকাশে নজর থাকুক সুষম খাবারে

অটিজম কেন হয়, তার উত্তর এখনও অজানা। তবে পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারলেই বেশ কয়েকটা ধাপ এগিয়ে যাওয়া যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্য অনুযায়ী, প্রতি একশো জন শিশুর মধ্যে এক জন ‘‘অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের’’ শিকার। এই শিশুদের মানসিক বিকাশ আর পাঁচ জনের মতো নয়। তাই অভিভাবকদের অবর্তমানেও যাতে তারা সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারে, তার জন্য তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা জরুরি।

বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে গোড়া থেকেই শিশুটির খাদ্যাভ্যাসে জোর দেওয়া জরুরি। যাতে সব বাধা পেরিয়ে যেতে মস্তিষ্ককে সঙ্গত করতে পারে তার শরীর।

সন্তান কী খাবে, কেন খাবে পুষ্টিবিদ সুবর্ণা রায়চৌধুরীর কথায়, ‘দু’বছর বয়স থেকেই সুষম খাবার দেওয়া জরুরি। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রেখে ভিটামিন, প্রোটিন, মিনারেল খাবারে বেশি থাকা ভাল। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের নড়াচড়া কমে যায়, তাই স্থূলতা দূরে রাখতেও খাবারে নজর দেওয়া জরুরি। সুবর্ণার মতে, অটিস্টিক শিশুদের খাবারের দিকে ঝোঁক বেশি থাকে অনেক সময়। পরিমাণ না বুঝে বেশি খাওয়ার প্রবণতা থাকে। সে ক্ষেত্রে ভাতের পরিমাণ কমিয়ে ওটস, রুটি দেওয়া যেতে পারে। রোজ নানা আনাজপাতি ও ফল খুবই জরুরি। ‘‘আম, কাঁঠাল, আতার মতো ফলের পরিবর্তে মুসাম্বি, আঙুর, আপেল, কিউয়ি দিতে হবে। চোখের সমস্যা এড়াতে কুমড়ো, গাজর খেতে হবে। এ ছাড়া ছোটদের সাধারণত যা দেওয়া হয় না, যেমন কফি বা গ্রিন টি সেটাও দেওয়া যেতে পারে। ডার্ক চকলেট, মাছ, আনাজপাতি, পিনাট বাটার, ডাল, বাদাম খেলে জিঙ্ক থেকে ওমেগা থ্রি, ভিটামিন এ সবই পাবে শরীর।’’ পুষ্টিবিদ কোয়েল পালচৌধুরীও বললেন, ‘‘অটিজমে বড় হওয়ার গতিটা একটু আলাদা হয়। কিন্তু রোগের কারণ কোনও ভাবেই অপুষ্টি নয়।’’ তাঁর মতে, সাধারণত ‘‘গ্লুটেন ফ্রি, ডেয়ারি ফ্রি’’ খাবার দেওয়া হয় অটিস্টিক বাচ্চাদের। তবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে ডায়েটটা আলাদা আলাদা। যেমন কারও জন্য দুধ ঠিক, আবার কারও ক্ষেত্রে দুধ বাদ দিয়ে দই বা চিজ দেওয়া যায়। প্রোটিন রোজ দেওয়া জরুরি। তিনি জানান, ওমেগা থ্রি, ফ্যাটি অ্যাসিড মস্তিকের বিকাশে সাহায্য করে। ওমেগা থ্রি সামুদ্রিক মাছে পাওয়া যায় সাধারণত। তবে মাগুর মাছ, সরষের তেলেও পাওয়া যায়। সেটা খেয়াল রেখে সন্তানকে খাবার দিতে হবে অভিভাবকদের।বাচ্চা অনেক সময় বোঝাতে পারে না সব কথা। দুধজাতীয় খাবার হজম হচ্ছে কি না, সেটা বাবা-মাকেই বুঝে দিতে হবে। খাবার পছন্দ হচ্ছে না বলে রাগ বা জেদ নয়, আসলে খাবারেই অসুবিধে হচ্ছে কি না, এটা বুঝতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা খাবারে একঘেয়েমি এলে মুশকিল। রোজকার রান্না, প্রয়োজনীয় খাবারই ঘুরিয়েফিরিয়ে পছন্দসই ভাবে পরিবেশন করতে হবে।

পুষ্টিবিদদের মতে, বিশেষজ্ঞের মত নিয়ে ডায়েট চার্ট তৈরি করে সন্তানের রোজ কতটা খাবার প্রয়োজন জেনে খাওয়াতে হবে। চিনি ছাড়া দুধ খাওয়ানোর অভ্যেস করতে পারলে ভাল। বাইরের খাবারে নিয়ন্ত্রণ জরুরি। সুবর্ণার কথায়, ‘‘তিন-চার বছরের বাচ্চাকে সকালে কফি আর বিস্কিট দেওয়া যায়। ডাইজেস্টিভ বা ওটস বিস্কিট হলে ভাল। প্রাতরাশে সুজি, ওটস, ডালিয়া ঘুরিয়েফিরেয়ে দিন। তার পরে ফল। ফলের রস না দিয়ে গোটা ফল খাওয়ানোই ভাল। দুপুরে ভাত, তরকারি, মাছ। চিবিয়ে খাওয়ার মতো ফাইবার জাতীয় খাবার দিন। বিকেলে আবার দুধ, ওটস বা দুধ-খই। রাতে কম করে ভাত বা রুটি, সঙ্গে প্রোটিন।’’ আসলে সকলের সঙ্গে সমান ভাবে দাঁড়িয়ে জীবনের লড়াইটা লড়ার মতো শক্তি জোগানোই সুষম খাদ্যের উদ্দেশ্য। যে বাচ্চাদের জগতএকটু আলাদা, নিজেদের খেয়ালে ভরা, তাদের মানসিক বিকাশের জন্য একশো শতাংশ সুস্থ থাকা জরুরি বইকি!

বরফ দিয়েই বয়স লুকোনো সম্ভব

রূপচর্চার জন্য রকমারি ক্রিম ব্যবহার করি আমরা। সেই সব ক্রিমে থাকা রাসায়নিকের কারণে অবশ্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। ত্বকের জেল্লা ফেরাতে তাই ঘরোয়া উপায়ের উপর ভরসা রাখাই ভাল। তবে সেখানেও সময় বড় বালাই। অথচ আপনার হাতের কাছেই রয়েছে এমন কিছু সামগ্রী, যা ব্যবহার করতে আলাদা করে ঘরোয়া টোটকা বানানোর মতো কোনও সময় লাগে না। জেল্লাও ফেরে আবার ত্বকের ক্ষতিও হয় না।

ফ্রিজে থাকা কয়েক টুকরো বরফেই হতে পারে মুশকিল আসান। বরফের ছোঁয়ায় ত্বকের ক্লান্তি তো দূর হয়ই, সঙ্গে জেল্লাও ফেরে। জেনে নিন কী ভাবে ব্যবহার করবেন বরফের টুকরো।

গ্রিন টি বরফ: গরম জলে দু’টি গ্রিন টি-ব্যাগ ডুবিয়ে রেখে চা বানিয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে গেলে বরফ জমানোর ট্রেতে ঢেলে জমিয়ে নিন। রোদ থেকে বাড়ি ফিরে রোজ এটি মুখে লাগাতে পারেন। বয়সের ছাপ ঠেকিয়ে রাখতে গ্রিন-টি খুব উপকারী।

অ্যালো ভেরা-তুলসীর বরফ: অ্যালো ভেরা তৈলাক্ত ত্বকের জন্য আদর্শ ময়েশ্চারাইজার। ব্রণর সমস্যা দূর করতে তুলসীপাতার গুণ অনেক। ২-৩ পাতা বেটে অ্যালো ভেরার রসের সঙ্গে মিশিয়ে বরফ বানিয়ে রাখুন। সপ্তাহে ৩-৪ দিন এই বরফ মুখে ব্যবহার করুন।

কফির বরফ: কফি বানিয়ে ঠান্ডা করে বরফ জমিয়ে রাখুন। ত্বকে জমে থাকা নোংরা টেনে বার করার ক্ষমতা রয়েছে কফিতে। ত্বক টানটানও হবে।

কখন দই ব্যবহার করলে খাবারের স্বাদ বাড়ে?

রান্নায় দই ব্যবহার করলেই সেই পদের স্বাদ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। সর্ষে দিয়ে ভেটকি ভাপাই হোক কিংবা দই পটল একটু দই না পড়লে স্বাদ ঠিক বাড়ে না। তবে অনেক সময়েই দেখা যায়, রান্নায় দই দেওয়া মাত্রই ঝোল কেটে যায়, তখন সেই রান্না দেখতে মোটেও ভাল লাগে না, আর স্বাদও আসে না। ঠিক কোন উপায়ে দই ব্যবহার করলে স্বাদ বাড়বে রান্নায়, জেনে নিন ৫ টোটকা। ১) রান্নায় টক দেওয়ার আগে খুব ভাল করে ফেটিয়ে নিতে হবে। দইয়ে যেন কোনও মণ্ড না থাকে বা দলা না থাকে, সে দিকে নজর দিন। ২) যখন রান্নায় দই মেশাবেন, তখন যেন গ্যাসের আঁচ যেন একেবারে কমানো থাকে, সে দিকে নজর রাখুন। গ্যাস বন্ধ করে দই মেশালে আরও ভাল। ফুটন্ত ঝোলের মধ্যে কখনও দই দেবেন না। ৩) তরকারিতে দই ঢেলে দেওয়া মাত্রই হাতা দিয়ে নাড়াতে থাকুন, যাতে দই তরকারির সঙ্গে ভাল ভাবে মিশে যায় এবং দলা হয়ে না থাকে। মশলা কষানোর সময়ে দই দিতে পারেন। তবে দই মিশানোর পর মশলা থেকে তেল ছেড়ে আসার পরেই জল দেবেন, না হলে ঝোল কেটে যাবে। ৪) রান্নায় দই মেশানোর সময়ে খানিকটা আটা কিংবা ময়দা ভাল করে মিশিয়ে নিতে পারেন। এই মিশ্রণ ঝোলে দিলে ঝোল ঘন হয়। ৫) ফুল ফ্যাট দই ব্যবহার করতে পারেন, তা হলে রান্নার স্বাদ ভাল হবে আর ঝোলও ঘন হবে।

‘‘অলস চোখ’’-এর দীপ্তি ফিরুক

শৈশবে কোনও অঙ্গের গঠনে ত্রুটি থেকে গেলে, সারা জীবন তার জন্য ভুগতে হতে পারে। বিশেষ ভাবে খেয়াল করুন, বাচ্চার চোখে কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না। জন্মের পর দৃষ্টিশক্তি পুরোপুরি বিকশিত হতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। তার মধ্যে বাচ্চার চোখে নানা সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনই একটি গুরুতর সমস্যা হল লেজি আই।

ঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় করে চিকিতা শুরু না করলে বাচ্চাটি পরবর্তী জীবনে অন্ধও হয়ে যেতে পারে। অথচ, সময়মতো চিকিতকের কাছে নিয়ে গেলেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। লেজি আই অসুখটি কী, কী ভাবে তার নিরাময় সম্ভব, সেই বিষয়ে বিশদে জানালেন পেডিয়াট্রিক অপথ্যালমোলজিস্ট ও স্ট্র্যাবিসমোলজিস্ট ডা. দেবার্পিতা চৌধুরী।

লেজি আই ঠিক কী

সাধারণত ছোট বাচ্চা বা স্কুলপড়ুয়া শিশুর লেজি আই বা অ্যাম্বিলোপিয়ার সমস্যা হয়। এ ক্ষেত্রে শৈশবের একেবারে গোড়ার দিকে (আর্লি চাইল্ডহুড) বাচ্চার একটা কিংবা দুটো চোখেই দৃষ্টিশক্তির বিকাশ ঠিক ভাবে হয় না। যে চোখে সমস্যা সেই চোখে বাচ্চা ঝাপসা দেখবে। বিভিন্ন কারণে এই রোগ হয়। যেমন রিফ্র্যাকটিভ এরর বা চোখে পাওয়ার হওয়ার ফলে। দ্বিতীয়ত, স্ট্র্যাবিসমিক বা স্কুইন্ট আইজ-এর জন্য। অর্থাতবাচ্চার চোখের মণি দু’টির মধ্যে অসামঞ্জস্য থাকে। বাংলায় একেই ‘‘ট্যারা’’ বলা হয়। তৃতীয়ত, ছোট বাচ্চার চোখে ছানি পড়লে বা তার কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে ডিপ্রাইভেশন হয়। অর্থাতবাচ্চার চোখে ঠিক ভাবে আলো পৌঁছয় না। তখনও সমস্যা হয়।

এ সব ক্ষেত্রে চোখ ভাল ভাবে কাজ করে না, তাই সমস্যাটিকে লেজি আই বলা হয়। ডা. চৌধুরী বললেন, ‘‘মায়ের পেট থেকে বাচ্চা যদি ছানি নিয়ে জন্মায়, তা হলে তার জীবনের প্রথম দিন থেকেই সমস্যা থাকবে। প্রথম তিন বছরে বাচ্চার দৃষ্টিশক্তির বিকাশ খুব জরুরি। যা করতে হবে, ছয় মাস থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই করতে হবে। এর মধ্যেই সমস্যাকে চিহ্নিত করে তার প্রতিকার করা দরকার।’’

রোগ চেনার উপায় বাচ্চার চোখের মণি দু’টি দু’দিকে সরে যাবে বা নাকের কাছে চলে আসবে। ছানি পড়লে মা-বাবা তার মণির মধ্যে সাদা ছোপ দেখতে পাবেন। অনেক সময়ে বাচ্চা একটি চোখে খারাপ দেখলেও, সে বুঝতেই পারে না যে চোখে সমস্যা হয়েছে। মাঝেমধ্যে সন্তানকে এক চোখ হাত দিয়ে ঢেকে অন্য চোখ দিয়ে দেখতে বলুন। ভাল চোখ ঢাকা দিলে, খারাপ চোখ দিয়ে দেখতে পাবে না এবং তখনই সমস্যা ধরা পড়বে। ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে ভাল চোখটা ঢেকে দিলে ভীষণ কাঁদবে। মাথা নাড়বে, কেঁদেকেটে হাত সরিয়ে কষ্টটা ঠিক বুঝিয়ে দেবে। কর্নিয়া বা মণি স্থির না-ও থাকতে পারে। একে ”ডান্সিং আইজ” বলা হয়। বাচ্চা সোজা ভাবে দেখছে না। ঘাড় হেলিয়ে দেখতে চেষ্টা করছে। ঝুঁকে পড়ে বই পড়ছে। টিভি দেখার সময় একেবারে স্ক্রিনের কাছে চলে যাচ্ছে। এক বারও যদি অভিভাবকের সন্দেহ হয় যে, বাচ্চার দেখতে সমস্যা হচ্ছে, তখনই চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নিতে হবে।

প্রধান চিকিতা প্যাচিং

ডা. চৌধুরী বললেন, এত সতর্ক থাকার পরও অনেক সময়ে দেরি হয়ে যায়। বড়রা বুঝতে পারেন না যে বাচ্চাটা ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। তখন হয়তো চিকিতাতেও দেরি হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে ‘‘অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট’’ করে ত্রুটি মেরামত করতে হয়। চিকিৎসক আগে পরীক্ষা করে দেখেন লেজি আই কোন কারণে হচ্ছে, কতটা ক্ষতি হয়েছে। তার পরে সমস্যা অনুযায়ী চিকিতা শুরু করেন। যেমন ‘‘রিফ্র্যাকটিভ এরর’’ থাকলে পাওয়ার দেখে চশমা দেওয়া হয়। পাওয়ারের জন্য না অন্য কোনও কারণে চোখটা ট্যারা হয়েছে, সেটা দেখে স্কুইন্ট আইজের চিকিৎসা হয়। প্রথমে চশমার সাহায্যে ট্যারা চোখ ঠিক করার চেষ্টা করা হয়, তাতে কাজ না হলে শল্যচিকিতা করে সমস্যার সমাধান করা হয়। তবে, লেজি আই-এর প্রধান চিকিতা হল প্যাচিং। এতে দুটো চোখের যে চোখটা ভাল, সেটাকেই সব দিক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। যাতে বাচ্চা কোনও ভাবেই সেই চোখ দিয়ে দেখতে না পারে। তার উপরে চশমা দেওয়া হয়। এর ফলে, বাচ্চা খারাপ চোখ বা ‘‘লেজি আই’’টি ব্যবহার করে দেখতে বাধ্য হয়। দিনের মধ্যে কিছুটা সময় ভাল চোখটা ঢেকে ওই লেজি আই দিয়েই তাকে পড়াশোনা, গল্পের বই পড়া, টিভি দেখা ইত্যাদি সব কাজ করতে হবে। ওই চোখকে বারে বারে জোর করে ঠিক ভাবে কাজ করাতে বাধ্য করাতে হবে। এতে দুর্বল চোখটাও অন্য চোখের মতো স্বাভাবিক ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে।

ছানি বা কর্নিয়ার সমস্যার জন্য লেজি আই দেখা দিলে যত দ্রুত সম্ভব ছানি বা কর্নিয়ার অপারেশন করতে হয়। তার পর চশমা ও প্যাচিংয়ের সাহায্যে চিকিতা চলবে। যে বাচ্চা যত খারাপ দেখছে, তার উপর নির্ভর করবে কতটা সময় তাকে ‘‘প্যাচিং’’ দেওয়া হবে। তবে, বাচ্চাকে চার ঘণ্টা, ছয় ঘণ্টা বা আট ঘণ্টা যত ক্ষণই প্যাচিং করাতে হোক, সেটা একটানা করানো সম্ভব নয়। অভিভাবককে ডায়েরিতে নোট লিখতে হবে বিরতি দিয়ে দিয়ে সইয়ে সইয়ে প্যাচিং করিয়ে দিনের মোট প্যাচিং টাইমের লক্ষ্যপূরণ করা গেল কি না। স্কুলে গেলে প্যাচিং করানো সম্ভব হয় না। তখন সপ্তাহান্তের ছুটিতে প্যাচিংয়ের ঘাটতি পূরণ করতে হবে। অ্যাম্বিলোপিয়ার চিকিতায় ডিজিটাল ভিশন থেরাপি বেশ কার্যকর। এই আধুনিক চিকিতা পদ্ধতি খানিকটা ভিডিয়ো গেমের মতো। এতেও খারাপ চোখের কর্মক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা চলে। দেবার্পিতা জানালেন, যাঁরা চিকিতা করতে দেরি করে ফেলেছেন, এই চিকিতায় তাঁরাও ভাল ফল পেয়েছেন।

ঝুঁকি কখন বাড়ে

পারিবারিক ইতিহাসে দৃষ্টিশক্তির সমস্যা থাকলে, মা-বাবা দু’জনেরই চশমা থাকলে ছোট থেকেই বাচ্চার চোখের সমস্যা হতে পারে। মায়ের ছানি থাকলে বাচ্চারও ছানি পড়ার ঝুঁকি থাকে। তার থেকে লেজি আই হয়ে যায়। আবার অনেক সময় দুটো চোখের গঠন সমান হয় না। একটা চোখ বড়, একটা চোখ ছোট থাকলেও চোখে পাওয়ারের সমস্যা থাকতে পারে। এগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। ডা. চৌধুরী বললেন, ‘‘অনেক সময়েই দেখা গিয়েছে, ছেলেমেয়েরা চোখের অসুবিধে নিয়েই দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। এ ভাবে যদি ১৮-১৯ বছর বয়স পর্যন্ত চোখকে অবহেলা করা হয়, তার পরে চিকিৎসকের কাছে গেলে তখন তাঁরাও প্রতিকার করতে সমস্যায় পড়েন। অন্তত ১২-১৩ বছর বয়সের মধ্যে চিকিতা করিয়ে নিতে হবে। তাতে যে ফলটা মিলবে, আরও দেরি করে চিকিতা করালে সেটা পাওয়া অসম্ভব না হলেও ভীষণ কঠিন। বছরের পর বছর চোখের অসুখ ফেলে রাখলে অন্ধত্বের ঝুঁকি বেড়ে যাবেই। তবে, তাঁর আশ্বাস, সময়ে চিকিতা শুরু করলে বাচ্চা দুই চোখেই আবার একই রকম দেখতে শুরু করবে।

খাবারে স্বাদ আনতে নুন হল অপরিহার্য উপাদান

নুন ছাড়া রান্না হয় না। খাবারে স্বাদ আনতে নুন হল অপরিহার্য উপাদান। তবে নুনের পরিমাণটা সঠিক হওয়া জরুরি। অনেক সময়ে পরিমাণে বেশি নুন পড়ে যায় বেকায়দায়। বাড়িতে অতিথি আসবে বলে মাংস রাঁধছেন। এ দিকে স্বাদ কেমন হয়েছে তা চেখে দেখতে গিয়ে বুঝলেন, নুন বেশি হয়ে গিয়েছে। অতিথিরও আসার সময় গিয়েছে। এই সময়ে ঘাবড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে রান্নায় নুন কমানোর কয়েকটি কৌশল জেনে নিলেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন।

পেঁয়াজ-একটি পেঁয়াজ খোসা ছাড়িয়ে কেটে দু’টুকরো করে নিন। তার পর সেগুলি রান্নায় দিয়ে দিন। পেঁয়াজ রান্নার অতিরিক্ত নুন টেনে নেবে। অবশ্য ভাজা পেঁয়াজও ব্যবহার করতে পারেন। তাতে রান্না সুস্বাদু হবে।

দই - বাড়িতে টক দই থাকলে রান্নায় নুন বেশি পড়ে গেলেও চিন্তা নেই। একটি ছোট্ট পাত্রে দই ভাল করে ফেটিয়ে নিন। তার পর সেটা রান্নায় দিয়ে দিন। রান্নার নোনতা স্বাদ কেটে যাবে। ঝোলেও অন্য রকম স্বাদ আসবে।

চিনিএবংভিনিগার- রান্নায় বেশি নুন পড়ে গেলে ঘাবড়ে যাবেন না। বরং চিনি এবং সামান্য ভিনিগার মিশিয়ে নিন। লেবুর রসও দিতে পারেন ভিনিগারের বদলে। এগুলি খাবারের নোনতা ভাব কাটাতে সাহায্য করবে।

আলুরখোসা- মাংসের পাতলা ঝোল রেঁধেছেন, কিন্তু নুন বেশি পড়ে গিয়েছে। সে ক্ষেত্রে নুন বেশি পড়ে গেলে একটি সহজ উপায় রয়েছে। কিছু আলুর খোসা রান্নায় ফেলে দিন। নিমেষে সব বাড়তি নুন টেনে নেবে। স্বাদ স্বাভাবিক হয়ে গেলে খোসাগুলি তুলে ফেলে দিন

ফল খাওয়া ভাল, তবে বেশি খেলে হিতে বিপরীত হতে পারে

ওজন কমানো থেকে প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ফিট থাকতে ফল খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। শরীর ভিতর থেকে ফিট থাকতে সাহায্য করে ফল। মিনারেলস, ফাইবার, ভিটামিনের মতো পুষ্টিকর উপাদানে ভরপুর নানা রকম ফল। নিয়মিত ফল খাওয়ার অভ্যাসে নানা শারীরিক সমস্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব। তবে ফল খাওয়ারও একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে।

ভালবাসেন মানেই রোজ প্রচুর পরিমাণে ফল খেতে হবে, তার কিন্তু কোনও মানে নেই। দিনে একটি বা দু’টি করে ফল শরীরের জন্য উপকারী। ফল শরীরের জন্য নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যকর। কিন্তু খাওয়ার পরিমাণে রাশ টানতে হবে। প্রয়োজনের বেশি ফল খাওয়ার অভ্যাসে কী কী শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে?

ডায়াবিটিস

বেশির ভাগ ফলের মধ্যেই প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টোজ থাকে। ফলের মধ্যে দিয়ে অতিরিক্ত ফ্রুক্টোজ শরীরে প্রবেশ করার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শরীরে বাড়তি মেদ জমতে থাকে। ফলে স্থূলতার সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সমস্যাগুলি ছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ ও ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

হজমের গোলমাল

ফলে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফ্রুক্টোজ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফ্রুক্টোজ খেলে হজমের সমস্যা, পেটের গন্ডগোল দেখা দিতে পারে। ফল খেলে ’’ইরিটেবল বাওয়েল সিন্ড্রোম’’ (আইবিপিএস)-এ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও থাকে। পেটে ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, ডায়রিয়া এই রোগের অন্যতম লক্ষণ। তাই সুস্থ থাকতে ফল খান। তবে পরিমাণ মতো। মাত্রাধিক নয়।

ওজন বৃদ্ধি

অনেকেই দ্রুত ওজন ঝরাতে ভরসা রাখেন ফলে। অন্যান্য খাবারের পরিবর্তে সারা দিনে বেশি করে ফল খান। এতে ওজন কমার চেয়ে বেড়ে যেতে পারে। শুধু ফল খাওয়ার ফলে অন্যান্য খাবার থেকে পাওয়া পুষ্টি যেমন প্রোটিন, ওমেগা ৩, ক্যালশিয়াম শরীরে যাচ্ছে না। এই ধরনের খাদ্যাতালিকা মেনে চলার ফলে শরীর ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।

দাঁতের সমস্যা

ফলে শর্করা এবং অ্যাসিড রয়েছে ভরপুর পরিমাণে। এই দু’’টি উপাদানই দাঁতের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। অনেকেই আছেন দ্রুত রোগা হবেন বলে সারা দিন প্রায় ফল খেয়েই থাকেন। এই অভ্যাস একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। বেশি ফল খেলে ওজন তো নিয়ন্ত্রণে থাকেই না, উপরন্তু দাঁতের ক্ষতি হয়। বেশি ফল খেলে দাঁত ক্ষয়ে যেতে পারে।

নন-স্টিক বাসনে রান্না করলে কী ক্ষতি হতে পারে

রোজের জীবনে একাধিক বেনিয়মেকর ঠেলায় কোলেস্টেরলের রোগী এখন ঘরে ঘরে। এ দিকে, স্বাস্থ্যসচেতন বাঙালি ভাবছে, তেল কম খেতে হবে বলে নন-স্টিকের ফ্রাইং প্যান দারুণ কাজে আসবে। বাঙালির হেঁশেলে তাই এখন ননস্টিক ফ্রায়িং প্যান, কড়াই, তাওয়ার দাপট। কিন্তু এই নন-স্টিকে ভাজা খাওয়ার ফল কত মারাত্মক, তা সম্ভবত অনেকের ধারণাতেই নেই।

গবেষকদের মতে নন-স্টিকের বাসনপত্র তৈরি হয় ‘‘পারফ্লুওরোয়ালকাইল কম্পাউন্ড’’ (পিএফসি) দ্বারা। এই যৌগকেই ভয়ের কারণ বলে চিহ্নিত করছেন তাঁরা। সম্প্রতি ভারতীয় বংশোদ্ভুত এক চিকিতক পুনম দেসাই ভিডিয়ো করে সকলকে নন-স্টিক প্যান ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করলেন। নন-স্টিক প্যান কিছু দিন ব্যবহারের পরেই রং উঠতে শুরু করে। নন-স্টিকের পরত উঠতে থাকলে তাতে থাকা মাইক্রোপ্লাস্টিক খাবারের সঙ্গে মিশে যায়, সেগুলি শরীরের মারাত্মক ক্ষতি করে।

ইতিমধ্যেই আমেরিকায় পিএফসি যৌগকে ‘‘কার্সিনোজেনিক’’ বলে চিহ্নিত করেছে। অর্থাত ক্যানসারের মতো মারণরোগের আশঙ্কা বাড়ে এই যৌগের ব্যবহারে। শুধু ক্যানসারই নয়, চিকিৎকদের মতে থাইরয়েড, বন্ধ্যাত্বের মতো রোগেরও কারণ এই পিএফসি।

বিপদ এড়াতে ফিরে যেতে হবে পুরনো অভ্যাসে। বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে হবে স্টেনলেস স্টিলের বাসন। এ ছাড়া, ব্যবহার করতে পারেন সেরামিক বা কাস্ট আয়রনের বাসনও। তেল কম খাওয়ার অজুহাতে নন-স্টিকের তাওয়া নয়, বরং স্টিল, কাস্ট আয়রন, লোহা বা সেরামিকের বাসনে অল্প তেল দিয়েই খাবারদাবার ভাজুন। এতেই শরীর থাকবে সুস্থ। তেল কম ব্যবহার করতে ভাপিয়ে রান্না করতে পারেন। এ ছাড়া, রান্নায় দই ব্যবহার করলেও তেল কম দিলেও চলে।

বাংলাদেশের ২৪তম প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৬।। বাংলাদেশের ২৪তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন ওবায়দুল হাসান। মঙ্গলবাল (২৬ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে বঙ্গভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির সহধর্মিণী ড় রেবেকা সুলতানা, সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিরা উপস্থিত ছিলেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকিও শপথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেন অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন।

বিদায়ী প্রধান বিচারপতি অবসরে যাওয়ায় সংবিধানের ৯৫ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এ নিয়োগ দেন। গত ১২ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি হাসানকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ওবায়দুল হাসান ২০০৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান এবং ২০১১ সালে স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে তার নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়। ২০২০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে পদোন্নতি পান তিনি।

তিনি ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি নেত্রকোণা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার ছায়াশী গ্রামে ড় আখলাকুল হোসেন আহমেদ ও বেগম হোসনে আরা হোসেনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। হাসানকে ২৫ মার্চ, ২০১২ তারিখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনি ১১টি রায় ঘোষণা করেন। তার স্ত্রী নাফিসা বানু বর্তমানে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য (অর্থ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই দম্পতির ছেলে ব্যারিস্টার আহমেদ শাফকাত হাসান।

ওবায়দুল হাসানের ছোট ভাই সাজ্জাদুল হাসান নেত্রকোণা-৪ আসনের সংসদ সদস্য এবং এর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (পিএমও) সিনিয়র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

ওবায়দুল হাসান প্রাথমিকভাবে আইন বিভাগে অধ্যয়নের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৬ সালে ঢাকা জেলা আদালতে একজন অনুশীলনকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ১৯৮৮ সালে হাইকোর্টে নথিভুক্ত হন।

কলিয়াবরের শিলঘাট চা বাগান লংসগ্ন এলাকায় শয্যাশায়ী আঘাতপ্রাপ্ত গণ্ডার

নগাঁও (অসম), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত কলিয়াবরের শিলঘাট চা বাগান লংসগ্ন এলাকায় শয্যাশায়ী আঘাতপ্রাপ্ত একটি গণ্ডার। বেশ কিছুদিন ধরে ওই এলাকায় অবস্থান করছিল এক শৃঙ্গের গণ্ডারটি।

গত প্রায় দু মাস আগে নিকটবর্তী কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান থেকে বেরিয়ে জনপদে এসে বিচরণ করছিল গণ্ডারটি। সে স্থানীয় কামাখ্যা মন্দিরের আশপাশ এলাকায়ও অবাধে বিচরণ করছিল। আজ মঙ্গলবার সকালে আঘাতপ্রাপ্ত এক শৃঙ্গের গণ্ডারটিকে শিলঘাটের চা বাগান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা মাটিতে শায়িত অবস্থায় উদ্ধার করেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা তার দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখেছেন। দেহের পশ্চাদভাগ থেকে রক্তক্ষণও হচ্ছে।

ইতিমধ্যে এলাকায় প্রবেশ করে স্থানীয় এক বাসিন্দার ওপর হামলাও চালিয়েছিল অসুস্থ গণ্ডারটি। এতদিন ধরে কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান থেকে বেরিয়ে জনপদে এসে হামলা ও বিচরণ করছিল। এর পরও কেন বন দফতর গণ্ডারটিকে তার মূল ক্ষেত্র জাতীয় উদ্যানে পাঠানোর কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, এ প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন তুলেছেন পশুপ্রেমীরা।

চড়া দামে পদ্মার ইলিশে অরুচি, খদ্দেরের মনখুশ দিঘার ইলিশেই

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। অনেক টাকা খরচ করে বাংলাদেশ থেকে পদ্মার ইলিশ আমদানি করেছিলেন এ পার বাংলার ব্যবসায়ীরা। কিন্তু কয়েক দিন যেতে না যেতেই সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছেন তাঁরা। ইলিশ তো বিক্রিই হচ্ছে না! পাইকারি বাজারের গণ্ডি পেরিয়ে এখনও খুচরো বাজারে পৌঁছয়নি আমদানিকৃত ইলিশের অধিকাংশ। তাই পদ্মার ইলিশে এ বার বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। বরং ইলিশের বিক্রিতে পদ্মার চেয়ে কয়েক গুণ এগিয়ে আছে দিঘা।

ইলিশের দাম অন্য বারের তুলনায় এ বার অনেকটাই বেশি। পাইকারি বাজারেই গত বছরের তুলনায় ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা বেশি দরে ইলিশ বিক্রি হচ্ছে। ফলে সেই মাছ খুচরো ব্যবসায়ীদের হাত ঘুরে যখন সাধারণ বাজারে আসছে, সেখানেই বাড়তি দর হাঁকাতে বাধ্য হচ্ছেন বিক্রেতারা। রবিবার ছুটির দিনে হাওড়া-সহ জেলার একাধিক পাইকারি আড়তে ৬০০ থেকে ৭০০ গ্রামের পদ্মার ইলিশের দাম ছিল কেজি প্রতি ১২০০ থেকে ১৪০০ টাকা। পরিবর্তে দিঘার ইলিশ সস্তা। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নদিয়ার মাছ ব্যবসায়ী সঞ্জয় হালদার বলেন, “কলকাতার বাজারে দিঘা, ডায়মন্ড হারবার, মায়ানমার, মহারাষ্ট্র এবং গুজরাতের ইলিশের ব্যাপক আমদানি। খুচরো বাজারেই এক কেজি বা তার বেশি ওজনের এই সব ইলিশের দাম কেজি প্রতি ১০০০ টাকার মধ্যে। স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ ক্রেতারা অতিরিক্ত টাকা খরচ করে পদ্মার ইলিশ কিনতে চাইছেন না। তা ছাড়া, আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় বাংলাদেশ থেকে আসা ইলিশের স্বাদ নিয়েও অনেকে উষ্মা প্রকাশ করছেন।” পদ্মার ইলিশের চাহিদা কমে যাওয়ায় কোথাও কোথাও কেনা দামের চেয়েও সস্তায় ইলিশ বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এ প্রসঙ্গে মৎস্য আমদানি সংগঠনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ বলেন, “প্রথম দিকে মাছের দাম কিছুটা চড়া থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। ধীরে ধীরে দাম কমবে। তবে খুব কমবে, এমন আশ্বাস আমরা দিতে পারছি না।”

দাদা সাহেব ফালকে সম্মান পেলেন কিংবদন্তি অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান, ঘোষণা অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কিংবদন্তি অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান ২০২৩ সালে দাদাসাহেব ফালকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন, মঙ্গলবার এই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। গাইড, পিয়াসা, কাগজ কে ফুল এবং খামোশি-র মতো সিনেমায় কাজ করেছেন ওয়াহিদাজি। এক্স-এ (আগের টুইটার) একটি পোস্টে, অনুরাগ ঠাকুর লিখেছেন, ‘ব্যাপক আনন্দ ও গর্ব হচ্ছে এটা ঘোষণা করতে পেরে যে ওয়াহিদা রহমানজির হাতে দাদাসাহেব ফালকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হবে, ভারতীয় সিনেমার প্রতি ওঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য। ’

‘হিন্দি সিনেমায় তাঁর কাজ সমালোচকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে, যেমন পেয়াসা, কাগজ কা ফুল, সাহেব বিবি অর গোলাম, গাইড, খামোশি অন্যতম। পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ব্যপী কেরিয়ারে রেশমা ও শেরা সিনেমার জন্য পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। ওয়াহিদাজি পেয়েছেন পদ্মশ্রী আর পদ্মভূষণ সম্মানও। তিনি একজন ভারতীয় নারী শক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ যিনি, কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে নাম করেছেন পেশাদার দুনিয়াতেও।’, আরও লেখেন অনুরাগ ঠাকুর।

১৯৩৬ সালের ১৪ মে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন ওয়াহিদা। ১৯৫৬ সালে ‘সিআইডি’ ছবিতে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে হিন্দি সিনেমার জগতে প্রবেশ করেন।

১৯৫৭ সালে ‘পেয়সা’ ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করে পান জনপ্রিয়তা। এরপর ষাট, সত্তর ও আশির দশকে তিনি ছিলেন হিন্দি সিনেমার খ্যাতমান অভিনেত্রী।

তিনি সত্যজিৎ রায়ের অভিযান ছবিতেও অভিনয় করেন।

টোটো চালিয়েই কর্মাধ্যক্ষ পদে শপথ নিতে গেলেন উজ্জ্বল লেট

বীরভূম, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। রাজনীতিতে আসতে না আসতেই যেনতেন করে সম্পত্তির স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন এদেশের অধিকাংশ রাজনীতিবিদ। কিন্তু উজ্জ্বল লেটের চিন্তা বিপরীত। তাঁর পেশা টোটো চালানো। সেই টোটো চালিয়েই মঙ্গলবার কর্মাধ্যক্ষ পদে শপথ নিতে গেলেন নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির। সাধ্যমতো মানুষের পাশে থাকবেন বলেই জানালেন তিনি।বীরভূমের নলহাটির বাসিন্দা উজ্জ্বল লেট। উচ্চমাধ্যমিক পাশ। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী, দুই কন্যা ও মা। গত পাঁচবছর ধরেই টোটোই তাঁর রুজিরুটি। কোনওদিন রাজনীতি করেননি। তবে তাঁর মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মনোভাব ছিল বরাবর। তা দেখেই এবছর তাঁকে প্রার্থী করে তৃণমূল। রাজনীতি তিনি এখনও বোঝেন না। শুধু জানেন যে মানুষের পাশে থাকতে হবে।মঙ্গলবার বিদ্যুৎ ও শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হল উজ্জ্বলবাবুকে। দুটি দায়িত্ব পেয়ে তিনি খুশি। সেই সঙ্গে রয়েছে চিন্তাও। কীভাবে সংসার চালাবেন তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। কারণ, টোটো চালিয়ে তাঁর সংসার চলে। অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে টোটো চালানোর সময়টা স্বাভাবিকভাবেই কমে যাবে।তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি, দুটি কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলেও তিনি টোটোই চালাবেন। কাজ নিয়ে তাঁর লজ্জা নেই। টোটো চালানোটা তাঁর কাজ। আর মানুষের সেবা তার ধর্ম।

দুর্গাপুজোয় বাংলার মানুষের মন পেতে চাইছে বিজেপি

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। এবছর সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সিঁদুর খেলায় সামিল হবেন স্মৃতি ইরানি। ঝাড়গ্রামের একটি পুজো কমিটির তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। এমনটাই খবর বঙ্গ বিজেপি সূত্রে।

দুর্গাপুজোর আর ২৪ দিন বাকি। বিগত কয়েক বছর ধরেই, বাংলার দুর্গাপুজো আর শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের পুজো নেই। তাতে রং লেগেছে রাজনৈতিক লড়াইয়েরও। আর বছর ঘুরলেই যেখানে লোকসভা নির্বাচন, সেখানে এই ছবিতে কি আর ব্যতিক্রম কিছু হতে পারে?

তাই আগে সুবিধা করতেনা পারলেও এবছর সর্বশক্তি নিয়ে চেষ্টা করছেন বিজেপি-র রাজ্য নেতৃত্ব। বাঙালির আবেগ ছুঁয়ে যেতে দুর্গাপুজোয় সামিল হতে চলেছেন মোদী সরকারের এক ঝাঁক মন্ত্রী ও বিজেপির শীর্ষ নেতারা।

সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে থেকে দক্ষিণবঙ্গ, একাধিক পুজোর উদ্বোধন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে থাকবেন তাঁরা। তবে সবার মধ্যে এবছর নজরে থাকবে, কলকাতার অন্যতম সেরা পুজো - সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার। সেখানে এবারের থিম - অযোধ্যার রাম মন্দির। উদ্বোধন করতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সিঁদুর খেলায় অংশ নেবেন আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।এছাড়াও, বালুরঘাটের একটি পুজো উদ্বোধন করার জন্য, অমিত শাহর কাছে আবেদন জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। ঝাড়গ্রামের একটি পুজো কমিটির তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। যদিও প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে এখনও কোনও সবুজ সঙ্কেত আসেনি।

বিগত কয়েক বছরে সল্টলেকের ইজেডসিসি-তে আয়োজিত দুর্গাপুজোর, নেপথ্যে উদ্যোক্তা ছিলেন বঙ্গ বিজেপির নেতা নেত্রীরাই। এবার ইজেডসিসি-র বদলে সেই পুজো হবে রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে। সূত্রের দাবি, বিজেপির ব্যানারে না হলেও অরাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মঞ্চ গড়ে, পুজো পরিচালনা করবেন বিজেপি কর্মীদের একাংশ।

একইসঙ্গে শারদ সম্মান দেওয়ার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। থাকছে লক্ষ টাকার পুরস্কার। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। একটা সময় বিজেপিই বলত বাংলায় দুর্গাপুজো করতে দেওয়া হয় না। কটাক্ষ শান্তনু সেনের।

দলীয় কার্য্যালয় তৈরির নিয়ে বিবাদ, বসিরহাটে ‘খুন’ তৃণমূল কর্মী

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। দলীয় কার্য্যালয় তৈরির পরিকল্পনা চলছিল। তার জন্য জমিতে তৃণমূলের পতাকা লাগানো হয়েছিল। আর তা নিয়েই বসিরহাট পুরসভার হরিশপুরের চৌড়া এলাকায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে ‘খুন’ হলেন এক তৃণমূল কর্মী।

নিহত কর্মীর নাম সিরাজুল মোল্লা। বয়স ৩২ বছর। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অভিযুক্তরা সকলে পলাতক।

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হরিশপুরে চৌড়া এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্য্যালয় তৈরি ঘিরে সমস্যার সূত্রপাত। চলতি মাসের ১৯ তারিখ এলাকার দলীয় কর্মীরা একটি জমিতে তৃণমূলের পতাকা লাগান। সেই জমিটি সিরাজুল মোল্লার মায়ের বলে দাবি।

সিরাজুল এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সিরাজুল মোল্লাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা অবনতি হলে কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয।

মঙ্গলবার সকালে সিরাজুলের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চৌড়া এলাকায়।

স্বাস্থ্যভবনে শুভেন্দু অধিকারীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। মঙ্গলবার ডেঙ্গির ব্যাপারে স্বাস্থ্যকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যে ২২ জন বিধায়ককে নিয়ে স্বাস্থ্যভবনে স্মারকলিপি দিতে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

কেন তাঁদের পথ আটকানো হচ্ছে, শুভেন্দুবাবু জানতে চান। বলেন, আমি শুধু এই চিঠিটা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়ে আনব। সচিবের সঙ্গে দেখাও করব না। তা সত্ত্বেও তাঁকে ভিতড়ে ঢোকার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। লোহার সদর ফটক বন্ধ করে রাখা হয়। শুভেন্দুবাবু উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, “এ এক আজব রাজ্য। এখানে জনপ্রতিনিধিদের সরকারি অফিসে ঢোকার অনুমতি নেই।“ বিক্ষোভকারীরা ধ্বণি দেন ‘ডেঙ্গি নিয়ে সত্য গোপন করা চলবে না, চলবে না।

দিল্লিতে জুয়েলারি দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি, ডিসিপি স্বীকার করলেন অনেক বড় ঘটনা

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে বড়সড় ও দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটল একটি জুয়েলারি দোকানে। দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির ভোগাল এলাকার ঘটনা। দোকানের মালিক সঞ্জীব জৈন জানিয়েছেন, ’আমরা রবিবার দোকান বন্ধ করেছিলাম এবং সোমবার ছুটির পর মঙ্গলবার যখন দোকান খোলা হয়, আমরা দেখি গোটা দোকানে ধুলো জমে আছে এবং স্ট্রংরুমের দেওয়ালে একটি গর্ত রয়েছে... আমরা মনে করছি দুষ্কৃতীরা সবকিছু লুট করে নিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি রাজেশ দেও স্বীকার করেছেন, এটি একটি বড় ঘটনা।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি রাজেশ দেও বলেছেন, ’এটি একটি বড় চুরির ঘটনা। তদন্ত চলছে, সিসিটিভি ফুটেজ পাওয়া গিয়েছে।’ দোকানের মালিক সঞ্জীব জৈন আরও জানিয়েছেন, ’দোকানে প্রায় ২০-২৫ কোটি টাকার গয়না ছিল... তারা টেরেস থেকে ঢুকেছিল... সিসিটিভি-সহ সবকিছুই নষ্ট হয়ে গিয়েছে, পুলিশ জানিয়েছে তদন্ত চলছে।’

দগ্ধ মুখ, গলার নলি কাটা, বসিরহাট সীমান্তে যুবতীর দেহ উদ্ধার

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। মঙ্গলবার সাতসকালে কাঁকরোল খেত থেকে এক যুবতীর দেহ উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গুনরাজপুর গ্রামে। মৃতের মুখ দগ্ধ, গলার নলি কাটা। মৃতদেহের পাশ থেকে মোবাইল ফোন এবং চশমা উদ্ধার হয়েছে।

বসিরহাটের গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুনরাজপুর গ্রামে এই ঘটনার খবর পেয়ে তদন্তে নেমেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। তবে মৃত যুবতীর পরিচয় নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তাঁকে কি যৌন নির্যাতনের পর এভাবে খুন করা হয়েছে? উঠছে সেই প্রশ্নও।

ঘটনাস্থল বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুনরাজপুর গ্রাম। মঙ্গলবার সকালে চাষের কাজে যাওয়া স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান, একটি কাকরোল খেতের পাশে বছর উনিশের এক যুবতীর রক্তাক্ত মৃতদেহ। দেখা যায়, তাঁর গলার নলিটি কাটা। পাশাপাশি তাঁর মুখে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতদেহের পাশ থেকে চশমা, মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া চশমাটি বাংলাদেশি বলে প্রাথমিক অনুমান।

এই ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের গোবিন্দপুর গ্রামে। ঘটনাস্থলে স্বরূপনগর থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। ওই যুবতী কি রাতের অন্ধকারে সীমান্ত রক্ষীদের নজর এড়িয়ে এদেশে ঢুকেছিল? নাকি এপাড় থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিল? তাহলে কি দালালের খপ্পরে পড়ল?

তাঁর মৃত্যু নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। যুবতীর মৃত্যুর ঘটনাটি বিএসএফের ১১২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্তের আধিকারিকদের স্বরূপনগর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

যোরহাটের বায়ুসেনা হাসপাতালে সংগঠিত আর্থিক কেলেংকারি, আটক আরও দুই

যোরহাট (অসম), ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যোরহাটে অবস্থিত বায়ুসেনা হাসপাতালে সংগঠিত আর্থিক কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে আটক করা হয়েছে আরও দুজনকে। সংগঠিত দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে সোমবার জনৈক জুপিতরা কলিতা এবং তাঁর স্বামী অরুণ দেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আজ মঙ্গলবার জুপিতরার বাবা এবং জয়ন্ত পাঠক নামের এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আটক করেছে।

জুপিতরা কলিতা ছিলেন যোরহাট বায়ুসেনার হাসপাতালে ঠিকাভিত্তিক কর্মচারী। সংগঠিত কংলেংকারির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পুলিশ গতকাল গ্রেফতার করেছিল জুপিতরা কলিতা এবং তাঁর স্বামী অরুণ দেকে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহকারী সিমেনস হেল কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেডকে প্রদেয় ৭৯ লক্ষ টাকা জালিয়াতি করে জেপি এন্টারপ্রাইজ নামের অন্য এক প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টে দিয়েছেন। এর বিনিময়ে এই দুজন কমিশন হিসেবে নিয়েছন ১০ লক্ষ টাকা।

এই দুজনকে গ্রেফতার করে তিনদিনের জিম্মায় নিয়েছে যোরহাট পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে জুপিতরা কলিতা এবং স্বামী অরুণ দের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে আজ জুপিতরার বাবা এবং জয়ন্ত পাঠক নামের এক যুবককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।

পানিট্যাঙ্কিতে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার যুবক

খড়িবাড়ি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ফের ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে উদ্ধার ব্রাউন সুগার। সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে খড়িবাড়ি থানার পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১৩২ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম চন্দন বর্মন (৩৩)। সে পানিট্যাঙ্কির হাবালদার বস্তির বাসিন্দা। ধৃতের থেকে হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পানিট্যাঙ্কি রেলগেট এলাকায় একটি চারচাকা গাড়িকে আটক করা হয়। এরপর তাতে তল্লাশি চালিয়ে ১৩২ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পরে ধৃতকে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃত যুবককে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

নকশালদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে কংগ্রেস : সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযোগ আনলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেছেন, ’কংগ্রেস নকশালদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। তাঁরা ছত্তিশগড়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিকে অবরুদ্ধ করেছে। কংগ্রেস ধর্মান্তর বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, তারা ছত্তিশগড়ের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কংগ্রেসকে আয়না দেখাবে ছত্তিশগড়।’

সম্বিত পাত্র আরও বলেছেন, ’ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারের অধীনে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে... রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের অধীনে খনি মাফিয়া এবং অপরাধীদের অবাধে চলতে দেওয়া হয়। কোভিডের সময় সেস কোথায় সংগ্রহ করা হয়? ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস সরকারের অধীনে বেশ কয়েকটি ধর্ষণের ঘটনায় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর উদ্দেশ্যে সম্বিত বলেছেন, ’আমি রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কোভিড চলাকালীন সেস কোথায় সংগ্রহ করা হয়েছে? রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের অধীনে মাইনিং মাফিয়া এবং অপরাধীদের অবাধে চলতে দেওয়া হয়েছে।’

চিট ফাণ্ডের দাবি পূরণের জন্য পুজোর আগেই আন্দোলনে

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। দাবিপূরণের জন্য পুজোর আগেই আন্দোলনে নামছে অল বেঙ্গল চিট ফাণ্ড সাফারার্স অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার সংগঠনের রাজ্য কর্মী সভা ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮টি জেলার ও ১৩১ ব্লকের নেতৃত্ব সেখানে উপস্থিত ছিলেন।সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রূপম চৌধুরী এই প্রতিবেদককে জানান, “আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি মতো চিটফান্ড কেলেঙ্কারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা ফেরত, সি বি আই, ইডি র তদন্তের স্ট্যাটাস পেপার প্রকাশ, এখনও রাজ্যে নিত্য নতুন নামে ও এই কাজকর্ম চলা, শেয়ার বিক্রির জালিয়াতির মাধ্যমে জনগণের টাকা লুঠ করা হচ্ছে। অবিলম্বে উভয় সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে জনগনের টাকা লুঠ বন্ধ করতে হবে প্রভৃতি ৫ দফা দাবিতে এই সভায় ভবিষ্যত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৩ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৩ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

মরণোত্তর দেহ দান করলেন ধর্মনগর অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ সেপ্টেম্বর।। ধর্মনগর পদ্মপুর, মধুবাড়ি রোডের রাধারমণ আশ্রম সংলগ্ন এলাকার প্রাচীন বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অমূল্য কুমার নাথ প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যু কালে ওনার বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর। চাকুরী ও সংসার জীবনে তিনি অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেছেন কিন্তু কখনও অন্যায়ের প্রতি মাথা নত করেন নি।তিনি সব সময়ই সমাজের সার্বিক মঙ্গল কামনা করতেন। বিশেষ করে ছাত্র সমাজের সর্বাঙ্গীন বিকাশের প্রতি ওনার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই ওনার শেষ জীবনে ধর্মনগরের বিশিষ্ট সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা 'তমালিনীর ছায়া' ওনার নিজস্ব ভূমির গড়ে তুলার জন্য সানন্দে অনুমতি প্রদান করেন যার ফলশ্রুতিতে পদ্মপুর ও তার পার্শবর্তী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা সঙ্গীত,নৃত্য,তবলা,আর্ট ও যোগাসনের মতো সুকুমার শিল্পের অনুশীলন খুব সহজে করতে পারছে। ২০০৭ সালে পদ্মপুর স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রী অমূল্য কুমার নাথ মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারপত্র ফিল-আপ করে ওনার ছেলেদের সম্মতিপত্র সহ তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। গতকাল ওনার দীর্ঘ জীবনের অবসান ঘটলে ওনার ছেলেমেয়েরা দেহদান সংক্রান্ত বিষয় জানার জন্য ধর্মনগরের বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী শ্যামল নাথের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি সাথে সাথে এই মহৎ কাজ করার জন্য ডাঃ সন্দীপক রায়ের সাথে অমূল্য নাথের ছেলেমেয়েদের যোগাযোগ করিয়ে দেন। ডাঃ সন্দীপক রায় কাল বিলম্ব না করে আগরতলার অ্যানাটমী ডিপার্টমেন্টের ডাঃ মনিরুল বাবুর সাথে কথা বলে দেহ রিসিভ করার বিষয়ে মৃতের পরিবারের লোকদের নিশ্চিত করেন।তৎপরবর্তী সময়ে এ.জি,এম,সি,পর্যন্ত মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্যামল নাথ ও শ্রী রাহুল কিশোর রায় এবং শ্রীমতী কাকলী রাউৎ একটা সরকারী এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে দেন।সেই অনুযায়ী মৃতদেহ বিদায় দেওয়ার জন্য অযাচক আশ্রমের সব গুরু ভাইবোনেরা ও পাড়া প্রতিবেশীরা ১ ঘন্টা ব্যাপী উপাসনার মন্ত্রোচ্চারণ ও হরিওঁ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে মৃতদেহকে অ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে এজিএমসি এর উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেন। স্বর্গীয় অমূল্য নাথের মৃতদেহের সাথে গিয়েছিলেন ওনার কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী অমিতা নাথ, কনিষ্ঠ পুত্র শ্রী অপূর্ব কুমার নাথ, অপূর্ব নাথের বন্ধু শ্রী সিদ্ধার্থ নাথ। এজিএমসি-তে ওনারা রাত ১২-২০ মিনিটে গিয়ে মৃতদেহ নিয়ে পৌঁছার পরেও ইমার্জেন্সি বিভাগের প্রত্যেক কর্মকর্তারাই খুব কম সময়ের মধ্যে অফিসিয়াল ফর্মালিটি পূরণ করে দেহ গ্রহণ করে মর্গে পাঠিয়ে দেন। আজ সকাল ১১ -৩০ মিনিটে দেহ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেই সময় আগরতলায় কর্মরত শিক্ষক শ্রী সুকান্ত সাহা উপস্থিত থেকে এনাটমি ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে স্বর্গীয় অমূল্য কুমার নাথের দেহদান করার জন্য একটা ধন্যবাদসূচক চিঠি রিসিভ করে অনলাইনে অপূর্ব নাথের কাছে পাঠিয়ে দেন। স্বর্গীয় অমূল্য কুমার নাথ ওনার ছাত্র দরদী মানসিকতার উৎকৃষ্ট একটা উদাহরণ রেখে মরণোত্তর দেহদানের মাধ্যমে।

বধূ

● **প্রথম পাতার পর**

স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে চাইলেও সমীরনকে নাকি মেরে ফেলার হুমকি দেয় শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরা এমনই অভিযোগ উঠেছে সমীরণের পক্ষ থেকে। এই বিষয়ে রাজনগর পি আর বাড়ি থানাতে মামলা দায়ের করা হলেও হেলদোল নেই পুলিশের তাই বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় স্বামী সমীরন ,গত সাত বছর আগে সমীরণ ও সংগীতার সামাজিক ভাবে বিয়ে হয় , অভিযোগ শ্বশুর গনেশ পাল সহ শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য লোকজনেরা স্ত্রী সংগীতা পালকে প্ররোচনা দিয়ে আটকে রেখেছে ,পাঁচ বছরের শিশু সন্তানকে ফেলে জন্মদাত্রী মা পাষাণী হয়ে আছে কেমন করে এই নিয়ে উঠছে নানা প্রশ্ন জনমনে। কি কারনে, কেন বাপের বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়িতে ফিরে আসতে চাইছে না স্ত্রী সঙ্গীতা পাল এই নিয়ে ওয়াংছড়া এলাকা জুড়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০০০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৭৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬ **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৫৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৭৩০৭০৫৯১৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৯৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৫১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩০**আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কলেজ সার্ভিস কমিশনের কর্তাকে তোপ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। স্কুল সার্ভিস কমিশনের পর এবার আদালতে তোপের মুখে কলেজ সার্ভিস কমিশন। প্যানেল প্রকাশ হল, অথচ নেই কোনও নম্বরের ব্রেক-আপ! এমন অভিযোগ শুনেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।মঙ্গলবার ছিল সেই মামলার শুনানি। কিসের ভিত্তিতে প্যানেল প্রকাশ করা হল, কমিশনের কাছে তা জানতে চান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। কমিশনের আইনজীবী জানান, প্রাপ্ত নম্বর, গবেষণা পত্র সহ বেশ কিছু দেখেই প্যানেলে নাম ওঠে।এ কথা শুনে বিচারপতি বলেন, 'চেয়ারম্যান নিজে কটি পেপার (গবেষণা পত্র) জমা দিয়েছেন, তা ওঁকে জিজ্ঞেস করতে চাই। নম্বর প্রকাশ করলে সমস্যা কোথায়? প্রশ্ন করেন বিচারপতি। চেয়ারম্যান দীপক করের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, "ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন সুবীরেশ ভট্টাচার্য এখন জেলে আছেন।"এভাবেই কড়া ভাষায় এদিন তিনি বার্তা দেন কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে। কেন নম্বর রাখা হল না? ১০ দিনের মধ্যে হলফনামা জমা দিয়ে সে কথা জানানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আগামী ১৩ অক্টোবর রয়েছে মামলার পরবর্তী শুনানি।

বেড়েছে

● **প্রথম পাতার পর**

মাশুল বৃদ্ধি করা হয়েছে মাত্র ৭ শতাংশ।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, বিদ্যুৎ মাশুল ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও যারা ১৫ দিনের মধ্যেই বিদ্যুৎ বিল প্রদান করবে তারা মোট বিদ্যুৎ বিলের উপর ৫ শতাংশ ছাড় পাবেন। এক্ষেত্রে চা বাগানগুলি ১৫ শতাংশ ছাড় পাবে। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সপোর্ট রেগুলারিটি নামে একটি নতুন শাখা চালু করেছে। এই শাখা মূলত ৩৩ কেভি সাব স্টেশন স্থাপন, পাওয়ার কাট, বিভিন্ন সাব স্টেশনের মেরামতি, লোক নিয়োগ, গ্রাহক পরিষেবা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করবে। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানান, রাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ দপ্তর বিশ্ব ব্যাঙ্ক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক আরডিএসএস ইত্যাদির অর্থানুকূল্যে বিভিন্ন কাজ হাতে নিয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ ট্রান্সমিশন, ১৩২ কেভি, ৩৩ কেভি সাবস্টেশন স্থাপন, আন্ডার গ্রাউন্ড ক্যাবল বসানো, কভার কন্ডাক্টর ক্যাবেল সংযোগ, পুরোনো বিদ্যুৎ লাইনগুলি পরিবর্তন করা। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যুৎ নিগমের ডিরেক্টর (ফিনান্স) সভজিৎ সিং ডোগরা, জেনারেল ম্যানেজার (ট্রান্সমিশন) রঞ্জন দেববর্মা এবং ডিজিএম (কমার্শিয়াল) সুজাতা সরকার উপস্থিত ছিলেন।

জরিমানা

● **প্রথম পাতার পর**

কুমার সিং, বিচারপতি অমরনাথ গৌড় এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ খুবই বিরক্তি প্রকাশ করেছে। হাই কোর্ট তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়ে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য তাঁকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। এ-বিষয়ে অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে বলেন, ১০৩২৩ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে ত্রিপুরা হাইকোর্টের একজন সিঙ্গল বেঞ্চে একটি মামলা করেছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন, তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়নি। তন্ময় নাথের মামলায় তিনি পক্ষভুক্ত ছিলেন না। ফলে, বিনা নোটিশে কেন তাঁকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য ছিল, সরকার কাউকেই বরখাস্ত করেনি। বরং সরকার সুপ্রিম কোর্ট তাঁদের মামলা খারিজ করে তন্ময় নাথের মামলার রায় বহাল রাখা সত্বেও সুযোগ চেয়ে আবেদন করেছিল। বার বার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে তাঁদের চাকরির মেয়াদ বাড়িয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির পক্ষে সম্মতি দিয়েছিল।

অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, ত্রিপুরা সরকার তাঁদের বরখাস্ত করেনি। আদালতের রায়ে তাঁদের চাকরি বাতিল হয়েছে। সেই রায় সরকার তাঁদের কাছে তুলে ধরেছে। তিনি জানান, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের পর তাঁদের চাকরিতে বহাল রাখা যাবে না। সাথে তিনি আরও জানান, তন্ময় নাথের মামলায় রায়ের পর চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের মধ্যে একজন বিজয়কৃষ্ণ সাহা ত্রিপুরা হাইকোর্টে মামলা করেন এবং হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ খুবই বিরক্ত হয়ে বলেছিল এধরনের আবেদন কাম্য নয়। অথচ আবারও একই বিষয় নিয়ে আদালতে আবেদন জমা পড়েছে এবং আজ ওই মামলায় শুনানি হয়েছে।

অ্যাডভোকেট জেনারেলের দাবি, চাকরিচ্যুত শিক্ষক আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে যে আবেদন করেছিলেন তাতে কোথাও লেখা ছিল না তন্ময় নাথ এবং অন্যান্য মামলা তিনি পক্ষভুক্ত নন। তাই, ত্রিপুরা হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ তাঁর আবেদন খারিজ করে দিয়েছে এবং আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

গাঁজা

● **প্রথম পাতার পর**

যার নম্বর বিশালগড় থানা ৯৬/২০২৩ উল্লেখ্য প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকায় পর্দার আড়ালে চলছে অবৈধ গাঁজা চাষ তাও আবার সরকারি জায়গা ব্যবহার করে হচ্ছে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে। একদিকে যখন গোটা যুবসমাজ এই নেশার করাল গ্রাসে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ফলে জনগণের পক্ষ থেকে দাবি উঠছে প্রশাসন যেন নেশা মুক্ত ত্রিপুরার স্লোগান কে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা এই গাঁজা চাষ অবিলম্বে ধ্বংস করে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ইনফরমেশন কম্পিটিশন টেকনোলজি প্রজেক্ট চালু হয়েছে। আরও ২৯৪টি বিদ্যালয়ে এই প্রকল্প চালুর প্রক্রিয়া চলছে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বা'লের বিকাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।অ্যাক্ট ইস্ট পলিসিতে উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির বিকাশে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনসাধারণের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে গতি এসেছে। ধলাই জেলাকে অ্যাসপিরেশন্যাল জেলা হিসেবে উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা এবং ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল। উপস্থিত ছিলেন আমবাসা বিএসি'র চেয়ারম্যান পরিমল দেববর্মা, পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই, সমাজসেবী জ্যোতিলাল সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এমডিসি স'য় দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক যতন কুমার দেববর্মা। উল্লেখ্য, ভারত সরকারের নীতি আয়োগ প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ছৈলেংটা ইংরেজী মাধ্যম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা।

অর্থমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

তাদের উৎপাদিত সামগ্রী জ্যামের মাধ্যমে বিক্রয় করতে পারেন। তিনি বলেন, ৮টি জেলায় ওয়ান ডিস্ট্রিক্ট, ওয়ান প্রোডাক্টে জ্যাম অন্তর্ভক্ত করা হবে। অতিরিক্ত অর্থসচিব আকি'ন সরকার বলেন, সারা দেশে জ্যাম পোর্টালে ৬০ লক্ষ রেজিস্ট্রিভুক্ত বিক্রেতা অন্তর্ভক্ত রয়েছেন। প্রায় ৪০ হাজার বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী এই পোর্টালের মাধ্যমে পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সরকারের জ্যাম পোর্টালের অ্যাডিশনাল সিইও যোগেন্দ্র কুমার পাঠক এবং রাজ্য নোডাল অফিসার অমরদীপ গুপ্তা। কর্মশালায় বিভিন্ন অর্থবছরে জ্যামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কেনাকাটার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, রাজস্ব, গ্রামোন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, সর্বশিক্ষা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজকে পুরস্ক'ত করা হয়। অতিথিগণ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে শংসাপত্র ও মারক তুলে দেন। কর্মশালায় অর্থ দপ্তরের উপসচিব পুনীত কুমার, আগরতলা ট্রেজারি ওয়ানের আধিকারিক হর্ষিতা বিশ্বাস, ট্রেজারি টু-এর আধিকারিক শংকর নারায়ণ দাস সহ মোহনপুর সাবট্রেজারি, জিরানীয়া সাবট্রেজারির আধিকারিকগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের ডিডিওগণ অংশ নেন।

বলবীর দত্তের 'ভারত বিভাজন ও পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র" শীর্ষক পুস্তক প্রকাশিত

রাঁচি, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রবীণ সাংবাদিক ও লেখক বলবীর দত্তের "ভারত বিভাজন এবং পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র" শীর্ষক পুস্তকটি সোমবার প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকটি প্রকাশ করেছেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ। প্রভাত প্রকাশন থেকে প্রকাশিত এই বইটি চেম্বার ভবনে প্রকাশ করা হয়। বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে হরিবংশ বলেন, ভারত বিভাজন নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে, কিন্তু বলবীর এই বইয়ে অনেক নতুন ও মজার তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনেক গবেষণা, পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার সঙ্গে এই বইটি লেখা হয়েছে। এই বইটি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করে। এই বইটিতে তথ্যের সম্পূর্ণ সত্যতা রয়েছে।তিনি বলেছেন, এর আগেও বলবীরের অনেক বই, যেমন কাহানি ঝাড়খণ্ড আন্দোলন কি, সফরনামা পাকিস্তান ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলি খুবই মজার এবং সহজ স্টাইলে লেখা। তাঁর কাছ থেকে আজকের প্রজন্মের সাংবাদিকদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। এছাড়াও জোর দিয়ে বলেছেন, আমাদের অতীত সম্পর্কে আরও ভাল ধারণা থাকা উচিত। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে তিনি বলেন, পাকিস্তানের অস্তিত্ব শুধুমাত্র ভারতের প্রতি ঘৃণার অস্তিত্বের উপর।অনুষ্ঠানের পৌয়রহিত্য করে ঝাড়খণ্ড বিধানসভার প্রথম স্পিকার ইন্দর সিং নামধারী বলেন, বিভাজনের কষ্ট ও যন্ত্রণা তাঁরাই বুঝতে পারেন, যাঁরা ভুক্তভোগী। রাজ্যসভার সাংসদ ও লেখক ডক্টর মহুয়া মাজি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান ভেঙেছে ঠিকই, কিন্তু তাদের শিকড় একই। এর সাথে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু সংস্কৃতি ও ভাষার ব্যাপার।বিশেষ অতিথি মহুয়া মাজি বইটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের নৃশংসতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। দুঃখের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, দেশ ভাগ হওয়ার সময় তার বয়স ছিল সাত বছর। তার মনে আছে কত মানুষ মারা গিয়েছিলেন। খালিস্তান নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি গুরু নানক ও বাবরের ঘটনা বর্ণনা করেন। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ম্যাস কমিউনিকেশনের ডিরেক্টর বিনোদ কুমার কৃতী আলোচনা করেছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রভাত প্রকাশনের পরিচালক পীযূষ কুমার। মঞ্চ সঞ্চালনা করেন সিনিয়র সাংবাদিক ডাঃ নিবাস চন্দ্র ঠাকুর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দৈনিক দেশ প্রাণের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রোহিত দত্ত।এই উপলক্ষে প্রবীণ সাহিত্যিক অশোক প্রিয়দর্শী, প্রাক্তন সাংসদ রামতহল চৌধুরী, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ মহেশ পোদ্দার, অজয় মারু, পদ্মশ্রী মুকুন্দ নায়ক, অনুজ সিনহা, কুণাল আজমানি, রোশন লাল ভাটিয়া, কুমার মনীশ অরবিন্দ, গুরবিন্দর সিং শেঠি, সুনীল সিং বাদল-সহ বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পাহাড়ে ধস, ঘুরপথে ঢুকতে বেরোতে গিয়ে বিপাকে পর্যটকেরা

গ্যাংটক, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। ধসের কারণে এখনও বেহাল সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। প্রথম দিকে রাস্তার এক পাশ দিয়ে যানবাহন চলাচল করলেও এখন তা পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।লাগাতার বৃষ্টির কারণে রবিবার শ্বেতিঝোড়ার কাছে রাস্তায় ধস নেমেছিল। তার পর থেকে বিকল্প পথে ডুয়ার্সের গরুবাথান থেকে লাভা-লোলেগাঁও হয়ে কালিম্পং, সেখান থেকে চিত্রে ফাটক হয়ে সিকিমে প্রবেশ করতে হচ্ছে। অন্য দিকে, সিকিম বা কালিম্পং যেতে যাচ্ছে কার্শিয়াং হয়ে, যা অনেকটাই ঘুরপথ। বিপাকে পর্যটকেরা। প্রশ্ন উঠছে, এত ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরেও কেন মেরামত হচ্ছে না সড়ক।প্রশ্ন উঠছে, দু'দিন কেটে গেলেও কেন ধসের ফলে তৈরি হওয়া বিরাট গহ্বর মেরামত করা যায়নি এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কে? শ্বেতিঝোড়া বরাবরই ধসপ্রবণ এলাকা। এই বিষয়ে সতর্ক করে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে সাইনবোর্ডও ঝুলছে। এই সড়কের পাশেই তিস্তা।শ্বেতিঝোড়া থেকে কিছুটা এগোলে এনএইচপিসির বিদ্যুৎকেন্দ্র। ২০০০ সাল নাগাদ এই বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির সময় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধার বরাবর তিস্তার পাশ দিয়ে বিশাল প্রাচীর তৈরি করা হয়। রবিবারের ধসে তিস্তার ধার বরাবর তৈরি প্রাচীর ধসে গিয়েছে।প্রাচীর লাগোয়ো সড়কে তৈরি হয়েছে সুড়ঙ্গ। তিস্তার জলস্রোতে সেই সুড়ঙ্গের আকার বেড়েই চলেছে। ধস ভরাট করতে বড় বড় বোল্ডার ভরা জাল ফেলা হলেও তা তলিয়ে চলে যাচ্ছে তিস্তায়। এই সুড়ঙ্গ বুজিয়ে কবে ফের চালু হবে রাস্তা, তা এখন ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে। আশঙ্কা, এ ভাবে চললে অনেক পর্যটকই বিমুখ হতে পারেন। সেক্ষেত্রে টান পড়তে পারে পর্যটন ক্ষেত্রে।

নাইজেরিয়ায় উদ্ধার অপহৃত ১৪ শিক্ষার্থী

আবুজা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অপহৃত অন্তত ২০ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১৪ জনকে উদ্ধার করেছে এবং বাকিদের সন্ধান করছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এমনটি বলেছে।

গত সপ্তাহে জামফারা রাজ্যের বুনগুদু জেলার ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্দুকধারীরা হামলা চালায় এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে পালিয়ে যায়। ফেডারেল ইউনিভার্সিটি গুসাও নামে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ শিক্ষার্থীর সঙ্গে আরও দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় এ তথ্য জানায়। তবে কখন তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হলো এবং অভিযানের ধরন কেমন ছিল, সে সম্পর্কে কিছু জানায়নি।

বিবৃতিতে বলা হয়, দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রদায়কে গুরুতর উদ্বেগ ও শঙ্কায় ফেলে দিয়েছে। বাকি শিক্ষার্থীদের উদ্ধারে নিরাপত্তা বাহিনী তাদের সর্বোচ্চটা করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে নিরাপত্তা বাড়ানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নাইজেরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অপহরণ সাধারণ ঘটনা। যেখানে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি প্রায়শই বিপুল মুক্তিপণ পেতে লোকজনকে আটকে রাখে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এই মুক্তিপণ তাদের অস্ত্র কেনা এবং অভিযান চালু রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে।

রাজনৈতিক সুবিধা পেতে 'সন্ত্রাস ও সহিংসতা'র প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত নয় : জয়শঙ্কর

জেনেভা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজনৈতিক সুবিধা পেতে 'সন্ত্রাস ও সহিংসতা'র প্রতিক্রিয়া দেওয়া উচিত নয়। এভাবেই মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে মন্তব্য করলেন। ভারত-কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ব্যাপক টানাপোড়েন চলছে। এহেন পরিস্থিতিতে জয়শঙ্করের এমন মন্তব্য।

প্রসঙ্গত, পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ আনেন, কানাডার খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জর খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত রয়েছে। এরপর প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিল ব্লেয়ার জানান, ভারতের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ যদি সত্যি প্রমাণিত হয় তাহলে সার্বভৌমত্ব রক্ষা নিয়ে কানাডাকে চিন্তিত হতে হবে। এই পরিস্থিতিতে এমন মন্তব্য করলেন জয়শঙ্কর। জোর দিলেন আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে সম্মান করা এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার দিকে। কারও নাম না নিলেও জয়শঙ্করের মন্তব্যে কানাডার সঙ্গে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্তে লাগাতার সমস্যার দিকটিই উঠে এসেছে বলে মনে করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, নিজের দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সাফ জানান, কানাডার নাগরিক খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের নেপথ্যে ভারতীয়দের হাত থাকতে পারে বলেই সেদেশের তদন্তকারীদের অনুমান। এরপরই এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বিদেশমন্ত্রী।

হাসপাতালের অধ্যক্ষকে প্রকাশ্যেই ফোনে হুমকি মদনের

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। মঙ্গলবার ভরদুপুরে কামারহাটির সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারের কাছে রীতিমত চড়া সুরে কৈফিয়ৎ তলব করেন সেখানকার তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। সুপার ঘরে ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ঘর থেকেই মদনবাবু ফোন করেন সুপারকে।'দালালরাজ' চলছে বলে কয়েক দিন ধরেই সরব সেখানকার তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। মঙ্গলবারের বারবেলায় সেই অভিযোগ নিয়ে তিনি সটান পৌঁছে গেলেন হাসপাতালে। কিন্তু গিয়ে দেখেন, অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান নিজের দফতরে নেই। তার পর সেখানে বসেই ফোনে অধ্যক্ষকে 'বাণ' ছুড়লেন মদনবাবু। যা অনেকের কানেই 'হুমকি'র মতো ঠেকেছে।মদনবাবুকে ফোনে অধ্যক্ষ কী বলেছিলেন, জানা যায়নি। তবে পার্থপ্রতিমবাবু বলেন, "হুমকি কোথায়? উনি কিছু কথা আমায় বলেছেন। আমার সঙ্গে ওঁর অনেক দিনের পরিচয়। কথা বলে মিটিয়ে নেব।"মদনেবাবুর গায়ে ছিল ফ্লুরোসেন্ট সবুজ আর কালো রঙের স্পোর্টস পোশাক। চোখে তাঁর 'সিগনেচার' কালো রোদচশমা। চেয়ারে বসে ফোন কানে অধ্যক্ষের উদ্দেশে মদনবাবুকে বলতে শোনা যায়, "আপনি বেরিয়ে গিয়েছেন কেন? মাসের শেষে তো তিন লক্ষ টাকা মাইনে পান। এখানে দালালরাজ চলছে। আপনি কেন সুয়োমোটো (স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে) থানায় ডায়েরি করেননি?"এখানেই থামেননি মদনবাবু। তাঁর কথায়, "ও সব দালালরাজ আরজি কর, এনআরএসে হয়। ওখানে সব চুরি পরে বসে থাকে। এটা কামারহাটি। ঘাঁটি ধরে নাড়িয়ে দেব।" কামারহাটি পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল সাহা থেকে শুরু করে ভাইস চেয়ারম্যান, ৩০ জন কাউন্সিলরও মদনের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিলেন। সেই সংখ্যার কথাও অধ্যক্ষকে জানিয়ে দেন তৃণমূল বিধায়ক।অধ্যক্ষ বলেন, "উনি যে আসবেন, তা আমার জানা ছিল না। জানলে হয়তো থেকে যেতাম।" তাঁর উদ্দেশে তো বিধায়ককে বলতে শোনা গিয়েছেল, 'ঘাঁটি ধরে নাড়িয়ে' দেওয়ার কথা? শুনে অধ্যক্ষ বলছেন, "উনি কী বলেছেন সবটা শুনিনি। আসলে আমি একটা মিটিংয়ে ছিলাম তো!"

সাধ্বী

● **প্রথম পাতার পর**

বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গরিব পরিবারদের জন্য শুধু আবাস যোজনায় পাকা ঘর দেবার সাথে শৌচালয়, এক দেশ এক রেশন কার্ড, জন ধন ব্যাঙ্ক কার্ড, রান্নার গ্যাস সংযোগ, স্বাস্থ্য বিমার আয়ুষ্মান কার্ডের ব্যবস্থা করেছেন।এই স্কিমগুলো রূপায়নের মাধ্যমে গরিব পরিবারগুলো আজ দারিদ্র সীমার ওপরে আসছে তিনি মন্তব্য করেনউ তিনি বলেন, যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে জন ধন যোজনায় ব্যাঙ্ক একাউন্ট করাবার মাধ্যমে। এর সুফল সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে করোনাকালে — যখন কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থ সাহায্য গরিব পরিবারের লোকেরা তাঁদের জন ধন একাউন্টে পেয়ে যান। ওই সময়ে প্রধানমন্ত্রী গরীব কল্যাণ যোজনায় বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপউ তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনায় ১ম ও ২য় পর্যায়ের প্রকল্পে গ্রামীন সড়ক নির্মানের কাজও উচ্চ গতিতে রূপায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের উপর বিশেষ নজর দিয়েছেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়নের পর্যালোচনা করতে এই অঞ্চলের প্রত্যেক রাজ্য নিয়মিতভাবে সফর করছেনউ প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদি স্বয়ং ৫০ বারের বেশি উত্তর পূর্ব সফরে এসেছেন। তিনি নারী সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়াকে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন।স্বচ্ছতার প্রতি দেশবাসীর মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এই বৈঠকের আগে তিনি, মোহনপুর মহকুমার রাঙ্গাছড়ায় একটি অমৃত সরোবরের উদ্বোধন করেনউ সেখানে বিভিন্ন স্ব-উদ্যোগী ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সাথে মত বিনিময় করেনউ তিনি বলেন, সারা দেশে বর্তমানে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ মহিলা স্ব-নির্ভর গোষ্ঠির সাথে যুক্ত আছেন, যেখানে ২০১৪ তে মোদি সরকার আসার আগে দুই কোটি মহিলা এসএইচজি ---র সাথে যুক্ত ছিলেনউ তিনি বলেন, কেন্দ্র সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠির মহিলারা যাতে স্বল্প সুদে ঋণ পান তাঁর ব্যবস্থা করেছেউ শ্রীমতি নিরঞ্জন বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে ও তাঁর দিকনির্দেশে সরকার পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করেছে, যার মধ্য দিয়ে কারুশিল্পী, কারিগর ও পারম্পরিক পেশার শিল্পী ও মিস্ত্রিরা সহজ শর্তে উচ্চমানের প্রশিক্ষণ ও ঋণ পাবেন এবং নিজেদেরকে স্বনির্ভর করতে সমর্থ হবেনউ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন মোহনপুরে একটি ন্যায্য মূল্যের দোকান এবং নন্দননগরে এফ সি আই এর খাদ্যগুদাম পরিদর্শন করেন এবং আধিকারিকদের সাথে কথা বলে খাদ্য মজুত এর অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করেন।

পুরভবনের সামনে যুব কংগ্রেস অবস্থান-বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্যর্থ কলকাতা পুরসভা, এই অভিযোগে মঙ্গলবার যুব কংগ্রেস সদর পুরভবনের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ করে।এদিন ছিল মূলত কংগ্রেসের পুরভবন ঘেরাও অভিযান। তাঁদের মোকাবিলার জন্য পুরভবনের সামনে ছিল পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা। কিছুটা পথ বিক্ষোভকারীরা শ্লোগান দিতে দিতে আসে। কিন্তু পুরভবন থেকে কিছুটা দূরে পুলিশ লোহার গার্ডরেল দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে দেয়। সেটি এড়িয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে দুপক্ষের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়। বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় শ্লোগান দিতে থাকেন।যুব কংগ্রেসের পাঁচ সদ্যকে তাঁদের দাবি মেনে পুলিশ পুরভবনের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়, যাতে তাঁরা তাঁদের দাবি ও অভিযোগের কথা মেয়র, ডেপুটি মেয়র প্রমুখকে জানাতে পারেন।

াঙ্গন

AMC-তে GIS-ভিত্তিক সম্পত্তি করের উপর প্রেস বিজ্ঞপ্তি:-

১. আমাদের দেশের সমস্ত শহরাঞ্চলের মতো এএমসি-র সম্পত্তি করের আওতায় কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ, রাস্তার আলো, জল নিষ্কাশন, শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সৌন্দর্যবর্ধনের মতো মৌলিক নগর পরিষেবা প্রদান করা হয়।

২. *কেন জিআইএস ভিত্তিক সম্পত্তি কর।*

(ক) এখন পর্যন্ত এএমসি পুরানো স্বয়ং মূল্যায়ন সিস্টেম ব্যবহার করছিল যাতে নাগরিকরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তির ভিত্তি এলাকা, বিল্ডিংয়ের ধরন (পাক্কা বা কাঁচা), ব্যবহার (বাণিজ্যিক বা আবাসিক), দখল গুস্বয়ং বা ভাড়া নেওয়া) ঘোষণা করে। কিছু নাগরিক তাদের সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যগুলি কম ঘোষণা করতেন বা ভুল ঘোষণা করতেন।

(খ) জি আই এস ভিত্তিক সম্পত্তি কর আধুনিক ডিজি পি এস ডিফারেনশিয়াল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম সার্ভে প্রক্রিয়া ব্যবহার করেছে যেখানে আগরতলা পৌরসভার আওতাধীন সমস্ত সম্পত্তির তুমি জরিপ এবং উপগ্রহ ভিত্তিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানচিত্র ব্যবহার করে সঠিকভাবে মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। ২ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলগুলি প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছে। এএমসির এখন আগরতলার সমস্ত সম্পত্তির সঠিক পরিমাপ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অত্যাধুনিক আইটি সিস্টেমের সাথে সমর্থিত।

(গ) এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ। নাগরিকরা এই লিঙ্কের মাধ্যমে তাদের সম্পত্তির কর জানতে পারবেন।

৩. *এটি বাস্তবায়নের আগে একটি নাগরিক মতামত নেওয়া হয়েছিল:-*

(ক) প্রস্তাবিত জিআইএস পদ্ধতি প্রতিদিন from 12th May to 28th May 2023 তারিখে সকল স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, নাগরিক মতামতের জন্য অনুরোধ করছি।

(খ) ২০২৩ সালের মে মাসে বিশিষ্ট নাগরিক এবং জনসাধারণের সঙ্গে একটি পরামর্শ কর্মশালাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৪. *সম্পত্তি করের হার কি বেড়েছে? :*

(ক) না, করের হার বদলায়নি।

৫. *কী কী পরিবর্তন হয়েছে।*

(ক) এখনকার নাগরিকের স্ব-ঘোষণা স্থল জরিপের মাধ্যমে যথাযথভাবে যাচাই করে ডাটাবেজ হালনাগাদ করার জন্য ব্যবহার করা হবে।

(খ) Advanced GIS Property Tax System Software & Database এ ইতিমধ্যে সকল তথ্য সংরক্ষিত আছে বিদ্যমান পুরাতন ফর্মুলা ব্যবহার করে কর গণনা করবে। যে সব নাগরিক অনলাইনে বা অফলাইনে বিল দিতে পারবেন, তাঁদের কাছে বিল পাঠাবে এএমসি।

(গ) বিলে সম্পত্তির সমস্ত বিবরণ দেখানো হয়েছে স্বচ্ছতা।

(ঘ) নাগরিকরা তাদের কম্পিউটার এবং মোবাইল ফোনে ছবি সহ সম্পত্তির বিবরণ দেখতে পারেন।

(ঙ) নতুন নির্মাণের প্রতিফলন ঘটাতে সম্পত্তির ডাটাবেজ প্রতি মাসে ০৬ টি হালনাগাদ করা হবে।

৬. *কিভাবে সম্পত্তি কর গণনা করা হয়:*

(ক) এটি বার্ষিক সম্পত্তি মান (এপিভি) APV= প্লিন্থ এরিয়া ঙইউনিট এরিয়া মান X বয়স ফ্যাক্টর X স্ট্রাকচার ফ্যাক্টর X দখল ফ্যাক্টর X ব্যবহার ফ্যাক্টর ব্যবহার করে গণনা করা হয়।

(খ) এএমসি এলাকা ভূমি মূল্য সংযোগ ও উন্নয়নের অবস্থা বিবেচনা করে সম্পত্তি অঞ্চল এ, বি, সি. ডি.তে বিভক্ত।

(গ) ২০১৬ সাল থেকে একই সূত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

৭. *কেন কিছু নাগরিকের বিলে সম্পত্তি কর বকেয়া রয়েছে এবং কেন কিছু নাগরিক যারা ২০২৩-২৪ সালের জন্য সম্পত্তি কর প্রদান করেছেন তারা এখনও বিল পেয়েছেন?*

(ক) এএমসি-র ওয়ার্ড সংখ্যা ২০১২-১৩ সালে ৩৫ থেকে বাড়িয়ে ৪৯ করা হয় এবং ২০১৯ ২০ সালে আরও বাড়িয়ে ৫১ করা হয়। এছাড়াও ওয়ার্ড সীমানা ডি লিমিটেশন দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছিল।

(খ) নতুন সফওয়্যারটি সম্পত্তির মালিকদের নামের উপর ভিত্তি করে ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে কর বকেয়া তথ্য এবং পরিশোধের অবস্থাকে মেলে ধরেছে। সম্পত্তির মালিকদের নাম পরিবর্তন বা পুরনো পদ্ধতিতে নামের বানান ভুল হওয়ায় প্রায় ৫-১০ শতাংশ সম্পত্তির মিল নেই। এই সমস্যা কেবলমাত্র নতুন সিস্টেমের শুরুতেই হবে এবং এএমসির নজরে এলে তা সংশোধন করা হবে।

(গ) পুরানো সম্পত্তি কর ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তিগুলি ঘর নং এর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেহেতু নতুন ব্যবস্থায় প্রতিটি সম্পত্তিকে একটি অদ্বিতীয় আইডি বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য যে সীমানার ওয়ার্ড নম্বরে কোনও পরিবর্তন না করে নতুন সিস্টেম দ্বারা বরদ সম্পত্তির আইডি একই থাকবে!

৮. *আপনার প্রপাটি ট্যাক্স বিলে মিস-ম্যাচ লক্ষ্য করলে কী করবেন:*

(ক) পূর্ববর্তী পরিশোধিত রসিদ সংযুক্ত করে citizenfeedbackumc@gmail.com নম্বরে আপনার অভিযোগ ই-মেইল করুন।

[Link- Citizen- https://agartalasmartcityservices.in/e-amce/#/agartalaPay]

(খ) ইমেইল-প্লাস ব্যবহার না করলে পূর্ববর্তী পরিশোধিত রসিদসহ সংশ্লিষ্ট এএমসি জোন অফিসে সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে।

(গ) উপরে বর্ণিত সকল অভিযোগ ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

৯. *কেন সরকারি জমি দখল করে সম্পত্তি কর বিল পাচ্ছেন?*

(ক) ত্রিপুরা মিউনিসিপাল অনুসারে (সম্পত্তি মূল্যায়ন ও সংগ্রহ) বিধিমালা ২০১৬ (বিধি ৪/৩৪), অবৈধভাবে দখলকৃত বা নির্মাণাধীন জমি ও ভবন, অবৈধ দখলদার দখলের তারিখ থেকে উচ্ছেদের তারিখ পর্যন্ত কর প্রদান করতে হবে। মিউনিসিশ্যাল অ্যাক্ট ২০১৬-র ২৯ নম্বর নিয়ম অনুযায়ী, সম্পত্তি কর বিলে অবৈধ জমি বা ভবনের বৈধ মালিকানা দেওয়া হয়নি।

১০. আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাদের নাগরিকদের অনুরোধ করে যে তারা এই বিষয়ে কোনও মিথ্যা গুজবে কান দেবেন না এবং আমাদের শহরের উন্নয়নের জন্য আধুনিক জিআইএস ভিত্তিক সিস্টেম বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

আগরতলায় ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডলি ফুটবল টুর্নামেন্ট আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। চট্টগ্রাম স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রতিনিধি দল এখন আগরতলায়। পর্যটন দিবস উদযাপন উপলক্ষে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ফুটবল ম্যাচ হতে যাচ্ছে। চট্টগ্রাম স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব ও ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের মধ্যে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে চট্টগ্রাম স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের ২৩ সদস্য সাংবাদিক ফুটবলারদের টিম মোঃ ফারুক এর নেতৃত্বে আগরতলায় পৌঁছলে, বিকেলে আগরতলা প্রেসক্লাবের কনফারেন্স হলে, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এক্সিকিউটিভ এডভাইসর, সভাপতি, সহ-সভাপতি, সেক্রেটারি জেনারেল, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সহ অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ তাদের উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। লাল গোলাপ হাতে তুলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে দুই দেশের মেলবন্ধনে আরো দৃঢ়তা পারিস্ফুট হয়। চার দিন সফরের দ্বিতীয় দিনে আগামীকাল বুধবার সকাল সাড়ে নয়টায় এডি নগর স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হবে ভারত বাংলাদেশ ফ্রেন্ডলি ফুটবল টুর্নামেন্ট। এতে স্থানীয় আরও দুটো দল, গ্রোসারী হোলসেল মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং নীলজ্যোতি ট্যুর এন্ড ট্র্যাভেলসও অংশ নেবে। টুর্নামেন্টের শুরুতে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য টিংকু রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। কর্পোরেটর অলক রায় সহ অন্যান্য অতিথিরাও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। টুর্নামেন্টের ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশ, ত্রিপুরা রেফারি এসোসিয়েশন, অরুন্ধতীনগর স্কুল এবং আগরতলা পুর নিগমের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড কর্পোরেটরের প্রমূখ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় ট্যুরিজম মন্ত্রণালয়েরও সহযোগিতা রয়েছে এই টুর্নামেন্টে। আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি ফুটবল টুর্নামেন্ট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে তুলতে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্পন্সরর সহ সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

রাভার জোড়া গোল, টাউনকে ৫ গোলে হারিয়ে লীগ তালিকার শীর্ষে এগিয়ে চলো

এগিয়ে চলো সংঘ: ৫ টাউন ক্লাব: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। প্রত্যাশিত জয়। কড়ায় গন্ডায় হিসেব করে পাঁচ গোলে জয়। প্রাপ্ত পয়েন্ট সম সংখ্যক হলেও গোল ব্যবধানের নিরিখে তালিকার শীর্ষে। পাঁচ গোলের পাশাপাশি হলুদ কার্ডও দেখতে হয়েছে পাঁচজনকে। সবগুলো কথার পেছনে একটা দলের নামই বারবার আসছে, সেটা হল এগিয়ে চলো সংঘ। নয় দলীয় লীগ আসরে নিজেদের একটি ম্যাচ বাকি থাকতে এগিয়ে চলো সংঘ এই মুহূর্তে লীগ তালিকার শীর্ষে। সুপার লিগে খেলার ছাড়পত্র আগেই মিলেছে। তবে লিগ শীর্ষে থেকে সুপার লিগে খেলার আলাদা একটা মনোবল কাজ করে বলে ফুটবলপ্রেমীদের ধারণা। অনেকটা সেই লক্ষ্যেই এবারকার রাখাল শীল্ড (পড়ুন ট্রফি) জয়ী এগিয়ে চলো সংঘ দ্বিমুকুট বিজয়ের লক্ষ্যে ধীরলয়ে এগুচ্ছে। লীগের শেষ ম্যাচটি রয়েছে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। ২৯ সেপ্টেম্বর। এগিয়ে চলো সংঘের প্রত্যাশার ডালিতে আসন্ন ম্যাচেও জয় ছিনিয়ে লীগ শীর্ষ স্থানটি ধরে রাখতে পারবে বলে অনুমেয়। বিকেলে স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ৩৪ তম ম্যাচে আজ, মঙ্গলবার এগিয়ে চলো সংঘ পাঁচ-শূন্য গোলের বড় ব্যবধানে টাউন ক্লাব কে পরাজিত করেছে। খেলার প্রথমার্ধে বিজয়ী দল চার-শূন্য গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ১২ মিনিট থেকে গোল অভিযান শুরু, ভিকি থাপার সৌজন্যে। ২৭ ও ৩৭ মিনিটের মাথায় কঙ্কন রাভা পর পর দুটো গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে তিন-শূন্য করে নেয়। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে দয়ানন্দ সিং আরেকটি গোল করলে প্রথমার্ধে চার গোলে লিগ নিয়ে এগিয়ে চলো সংঘ জয় অনেকটা নিশ্চিত করে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে একদিকে যেমন গোল করার অভিপ্রায় জাগ্রত রাখে, অপরদিকে রক্ষণভাগকেও শক্ত রাখে যাতে গোল হজম করতে না হয়। অন্ততপক্ষে পাঁচ গোলের ব্যবধানে জয়ী হয়ে লীগ শীর্ষে উঠে আসার ছোট একটা অংক করেই এগিয়ে চলো সংঘ আজ মাঠে নেমেছিল।

প্রায় শেষ পর্যায়ে লাইসারাম মিলন সিংয়ের গোলে প্রকৃত ব্যবধান ৫-০ হয়। তবে খেলায় অসদাচরনের দায়ে এগিয়ে চলো সংঘের পাঁচজনের পাশাপাশি টাউন ক্লাবের একজনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, বিপ্লব সিংহ, সুকান্ত দত্ত ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
এগিয়ে চলো	৭	৪	৩	০	১৪-২	১৫
রামকৃষ্ণ	৮	৪	৩	১	১৭-৬	১৫
ফরোয়ার্ড	৭	৪	৩	০	১৬-৫	১৫
লালবাহাদুর	৭	৪	১	২	১৮-৮	১৩
জুয়েলস	৮	৩	১	৪	১৬-১৬	১০
ত্রিবেণী সংঘ	৮	২	২	৪	৭-১২	৮
টাউন ক্লাব	৮	২	১	৫	৯-১৮	৭
ফ্রেন্ডস ইউ:	৭	২	০	৫	১১-২০	৬
বীরেন্দ্র ক্লাব	৮	২	০	৬	৬-২৭	৬

অনন্তপুরমে জাতীয় ফুটবলে জয়ে অভিযান শুরু ত্রিপুরার

ত্রিপুরা-৩

আন্দামান-০

(অমিত, মৃণাল,অভিষেন)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। জয় দিয়ে অভিযান শুরু করলো ত্রিপুরা। আন্দামানকে কার্যত বিধ্বস্ত করলো অভিমেষ দেব-এর রাজ্যদল। মধ্যপ্রদেশের অনন্তপুরমে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ-১৪ জাতীয় সাবজুনিয়র বালকদের ফুটবলে। ওই রাজ্যের আর ডি টি স্পোর্টস ভিলেজের ১ নং মাঠে মঙ্গলবার আগাগোড়া প্রাধান্য নিয়ে কেলে জয় পায় ত্রিপুরা। প্রথমার্ধেই জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো ত্রিপুরার। তবে প্রাপ্ত সুযোগ গুলো যদি কাজে লাগাতে পারতো রাজ্যের খুদে ফুটবলাররা তাহলে ব্যবধান আরও বাড়তো। ম্যাচে ত্রিপুরা জয়লাভ করে ৩-০ গোলে। এদিন শুরু থেকেই আক্রমাত্তক ফুটবল খেলতে থাকে ত্রিপুরা দলের ফুটবলাররা। দলের আক্রমণের গতি বাড়াতে ৪-৩-৩ ছকে দল সাজান অভিজ্ঞ কোচ অনিমেষ। এতে আক্রমণের গতি বাড়ে ত্রিপুরার। সাফল্যও ধরা দেয় প্রথমার্ধে। ম্যাচের ২৭ মিনিটের মাথায় অমিত দেববর্মা দুর্দান্ত গোল করে এগিয়ে দেয় ত্রিপুরাকে। প্রথমার্ধের শেষ সময়ে ব্যবধান বাড়ায় মৃণাল চাকমা। বিরতির পর তিনটি পরিবর্তন করেন ত্রিপুরার কোচ। এতে আক্রমণের গতি যেনও আরও বাড়ে। তবে রণবীর, মৃণাল এবং দিউস-রা যদি সহজ সুযোগগুলো নষ্ট না করতো তাহলে কমকরে ৫-০ গোলে জয় পেতো ত্রিপুরা। রাজ্যদলের পক্ষে শেষ গোলটি করে অভিষেন জমাতিয়া। পূর্ব সূচী অনুযায়ি এদিন ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ ছিলো বিহার। কিন্তু সোমবার রাতে আচমকা সূচী পরিবর্তন করা হয়। তাতে ত্রিপুরার প্রতিপক্ষ হয় আন্দামান। ৩০ সেপ্টেম্বর ত্রিপুরার দ্বিতীয় ম্যাচ বিহারের বিরুদ্ধে। খেলা শেষে অনন্তপুরম থেকে টেলিফোনে ত্রিপুরার কোচ অনিমেষ দেব বলেন, 'দুরন্ত খেলেছে ত্রিপুরা। তবে প্রাপ্ত সুযোগ গুলো কাজে লাগাতে পারলে আরও বড় ব্যবধানে জয় পেতে পারতাম। এদিনের জয় পরের ম্যাচের আগে মনোবল অনেকটাই বাড়াবে। এবং বিহার ম্যাচে ভালো খেলতে সাহায্য করবে'। ত্রিপুরা দল: অজয়,জরা,অভিষেন,ভিক্টোর,সুকান্ত (জ্যাকসন), অমিত (উইলসন),ইমানুয়েল,রবিউল,নবজ্যোতি (জিওম),মৃণাল এবং রণবীর।

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T NO. 60/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 20/09/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Contractors/ Firms/ Manufacturers / Authorized Dealer having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Agartala for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	CLASS OF BIDDER
1	Urgent Repair, maintenance & servicing of 2 x 11.00 TR and 2 x 8.50 TR capacity Package type Air Conditioning Systems of khowai Town Hall (New) during the year 2023-24(2nd Call). DNIeT No. 35/EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/ 2023-24.	₹ 7,51,336.00	₹ 15,027.00	60 (Sixty) days	Up to 15.00 Hrs On 03/10/2023.	At 15.30 Hrs on 03/10/2023.	Appropriate Class

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD
Agartala

ICA/C-2412/23

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bonafied contractors / firms / agencies of Tripura PWD / TTAADC in appropriate class for the following works: -

Sl. No.	Name of the works	Location	Estimated cost	Earnest money	Time allowed.
1.	Construction of 01 (One) Motor-cycle stand (Size 16.00m X 3.00m) at back side of the office of the SP (MTF) at A.D.Nagar, Agartala	A.D.Nagar Complex, Agartala, West Tripura	Rs. 3,53,886/-	Rs.8,847/-	30 (Thirty) days

02. A copy of detailed tender notice & estimate(s) of the proposed work may be obtained free of cost from the office of the undersigned on or before 13.10.2023 on any working day during office hours. The closing date & time of the tender is *1600 hrs* on 13.10.2023.

03. Detailed tender notice and terms & conditions may also be seen at following web sites:-

www.tripurapolice.nic.in
www.tripura.nic.in

(Nabadwip Jamatia)
Superintendent of Police, MTF,
Tripura, Agartala.

ICA/C-2416/23

সন্ধান চাই

Ref: Kalyanpur PS GDE NO. 24. Dated-20/09/2023

পাশের ছবিটি হল শ্রী সত্যরঞ্জন পাল(৫০) (মানসিক রোগী), পিতা-মৃত মনোরঞ্জন পাল, সাং-বাজার কলোনি, কল্যাণপুর-থানা-কল্যাণপুর, জিলা-খোয়াই, ত্রিপুরা। বিগত ১৪-০৯-২০২৩ ইং তারিখে তাহার নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে যায়। কিন্তু অদ্যাবদি বাড়িতেফিরে আসেনি। উক্ত ব্যক্তির দেহের রং-ফর্সা, উচ্চতা-৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, পরনে- কালো রংয়ের পেন্ট এবং গোলাপি রংয়ে টিশার্ট।

উক্ত ব্যক্তির ব্যপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রহিল।

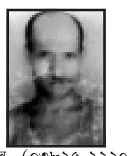

ইতি
স্বাক্ষর
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক
খোয়াই-ত্রিপুরা

যোগাযোগের ঠিকানা -
১। খোয়াই ডি-আই-বি কন্ট্রোল - (০৩৮২৫-২২২০৮১
২। কল্যাণপুর থানা - (০৩৮২৫-২৬১২২২)

ICA-D-1037/23

No. 633-4644 WP 23)/CEX/KHW/e-Tender(WH)/2021 Dated, the Khowai:21/09/2023.

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER FOR SETTLEMENT OF FOREIGN LIQUOR WAREHOUSES UNDER KHOWAI DISTRICT, TRIPURA.

It is hereby notified for general information that licenses are proposed to be offered for Foreign Liquor Warehouses in Khowai District, Tripura through e-tender method for the period of December 2023 to March 2025 (16 months). Details related to e-tender can be obtained from online website https://tripuratenders.gov.in and can be seen in the office otice board of the Collector of Excise, Khowai District, Tripura.

The last date of downloading and bidding e-tender is on 16/10/2021 up to 05.30 PM. Technical bid will be opened online in the next working day by bid openers and after evaluation of Technical bid, the Financial bids of the technically qualified bidders will be opened.

Intending Appropriate Class of Bidders shall bid only in online website https: // tripuratenders.gov.in and it will not allow any bidder to bid after the scheduled date and time.

Submission of bids physically or by post or by courier is not permitted.

Corrigendum/addendum if any will be published on the above website.

ICA/C-2460/23

Collector of Excise
Khowai District, Tripura.

নেশার বিরুদ্ধে ক্লাবগুলিকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান মন্ত্রী টিংকু রায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৬ সেপ্টেম্বর।। কৈলাসহর লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে মেগা রক্তদান শিবির। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী টিংকু রায়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেব রায়, ভারপ্রাপ্ত জেলা মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক ডা. সন্দীপন ভট্টাচার্য, লায়ন্স ক্লাব সভাপতি সুপ্রিয় দেব রায় প্রমূখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাব সভাপতি সুপ্রিয় দেবরায়। অনুষ্ঠানে লায়ন্স ক্লাব সদস্য মনিলাল সিনহা মরণোত্তর দেহ দান করেছেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন এ ধরনের অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তিনি ক্লাব সদস্যদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন মানুষ যখন বিপদে পড়েন কিংবা হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় থাকেন তখন রক্তের প্রয়োজন হয়। তখন যারা রক্তদান করেন তারা সত্যিই মহৎ। তিনি বলেন বর্তমান সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় কৈলাসহরে অনেকগুলো নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। তিনি বলেন পর্যটন কেন্দ্র ঊনকোটির কথা মাথায় রেখে ও কৈলাসহরে থাকার জায়গার অভাবের কারণে ১৫ কোটি টাকা পেয়ে ২০০ বেডের অত্যাধুনিক যুব আবাস তৈরি হবে। নতুন মহকুমা শাসকের অফিস হচ্ছে। রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুরনো বিল্ডিং ভেঙ্গে নতুন বিল্ডিং তৈরি হবে। বর্তমানে রাস্তার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আগে যে জায়গায় কৈলাসহর থেকে আগরতলা যেতে সাত থেকে আট ঘন্টা সময় লাগত বর্তমানে তা আড়াই থেকে তিন ঘন্টায় যাওয়া যায়। তিনি বলেন যুবসমাজকে নেশা থেকে মুক্ত করতে হবে। সকল অংশের জনগণকে নেশা মুক্ত সমাজ গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি পূজো মণ্ডপে নেশা মুক্তির জন্য প্রচার করার আহ্বান জানান। যে ক্লাব যত বেশি নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা দেখাতে পারবে সেই ক্লাবকে মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হবে বলেও মন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন। আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলেও এদিন অবগত করেছেন মন্ত্রী। এদিকে এদিনের রক্তদান শিবিরে মোট ৩৯ জন রক্ত দান করেন। তার মধ্যে দুজন মহিলা রয়েছেন। মরণোত্তর দেহ দান করেছেন একজন।

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধী নিরঞ্জন জ্যোতি আজ সন্ধ্যায় রাজভবনে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্যের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। রাজ্যপালের সচিবালয় থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের সাথে মতবিনিময়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। এরফলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি হয়েছে। শুধু যোগাযোগ ব্যবস্থাই নয়, এই অ'লের সার্বিক বিকাশে গতি এসেছে। আজ মোহনপুর ব্লকের মোহিনীপুর পঞ্চায়েত প্রাঙ্গণে স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের সাথে এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধী নির'ন জ্যোতি একথা বলেন। উল্লেখ্য, প'ায়েত অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৭টি স্বসহায়ক দল তাদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে প্রদর্শনী স্টলও খুলেছে। স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় উন্নয়নের ব্যাপক কর্ময' চলছে। এই রাজ্যেরও যোগাযোগ ব্যবস্থায় অনেক উন্নতি হয়েছে। দেশকে আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার কাজে স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। এজন্য শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়ে অনেকগুলি স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। ত্রিপুরার স্বসহায়ক দলগুলির ভূমিকার প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার অনেক স্বসহায়ক দল তাদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে দিল্লির প্রগতি ময়দানে আয়োজিত স্বসহায়ক দলের অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। তাদের উৎপাদিত সামগ্রী ব্যাপক অংশের মানুষের কাছে প্রশংসাও পেয়েছে। অনুষ্ঠানে গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী স্বসহায়ক দলের সদস্যাদের উৎপাদিত সামগ্রীর প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধী নির'ন জ্যোতি আজ মোহনপুর ব্লকের রাঙ্গাছড়া গ্রাম প'ায়েতে অমৃত সরোবরের উদ্বোধন করেন। তাছাড়াও তিনি ব্লকের মোহিনীপুর গ্রাম প'ায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) নির্মিত জিতেন্দ্র সূত্রধরের বাড়ির গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। মতবিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব ড. সন্দীপ আর রাঠোর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, মোহনপুরের বিডিও নারায়ণ চন্দ্র মজমদার প্রমুখ।

দেব আনন্দের ১০০বছর, স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২৬ সেপ্টেম্বর (হি স)। দেব আনন্দের শততম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এক্স হ্যান্ডেলে মঙ্গবার প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন,“ দেব আনন্দ জিকে চিরসবুজ আইকন হিসাবে স্মরণ করা হয়। গল্প বলার প্রতি তাঁর স্বভাব এবং সিনেমার প্রতি অনুরাগ ছিল তুলনাহীন। তাঁর চলচ্চিত্রগুলি কেবল বিনোদনই দেয়নি বরং ভারতের পরিবর্তিত সমাজ ও আকাঙ্ক্ষাকেও প্রতিফলিত করেছে।তাঁর কালজয়ী অভিনয় প্রজন্মকে প্রভাবিত করে চলেছে। তাঁর শততম জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করছি।‘

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে রাজধানীর ড্রপগেটস্থিত বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

দক্ষিণ জেলা সফরে কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মসূচিকে সামনে রেখে আজ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা সফরে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। ঐ জেলায় আজ সাব্রুম, মনু , ও ঋষ্যমুখ ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বদের সাথে সাংগঠনিক আলোচনা করেছেন প্রদেশ সভাপতি। পরবর্তী সময়ে ঋষ্যমুখ ব্লকের অন্তর্গত মনিরামপুর বাজারে এক যোগদান সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় ২৪

রাজ্য ও ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার মধ্যে মৌ স্বাক্ষর

আগরতলা।। রাণীরবাজার পুরপরিষদের কনফারেন্স হলে আজ রাজ্য সরকার ও ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার মধ্যে জমির ইজারা সংক্রান্ত এক মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষে এই মৌতে স্বাক্ষর করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভ-া‌চার্য, রাণীরবাজার পুরপরিষদের সিইও শান্তিরঞ্জন চাকমা। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার পক্ষে মৌ স্বাক্ষর করেন ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার রেজিস্ট্রার প্রদীপ কুমার মোহন্তি ও ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার সেন্টার অধিকর্তা বিপ্লব বরকাকতি। আজকের মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লদাস, ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রি প্রসাদ দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সঞ্জীব চাকমা, রাণীরবাজার পুরপরিষদের কাউন্সিলার গৌতম মজমদার, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ। প্রসঙ্গত, এই মৌ স্বাক্ষরের মাধ্যমে রাণীরবাজার পুরপরিষদ এলাকায় ২.৩৬ একর জমি ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামাকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় আহত টমটম চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ সেপ্টেম্বর।। জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনা থেকে কোনোভাবেই কমছে না। দিনের পর দিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যান দুর্ঘটনা তার তীব্রতা বৃদ্ধি করে চলেছে। আজ হঠাৎ মঙ্গলবার পড়ন্ত বিকেলে তেলিয়ামুড়া বাজার প্রাঙ্গণে একটি বেপরোয়া লরির ধাভাবেই ঘর্টনার কবলে পড়ে একটি টমটম, সংশ্লিষ্ট ঘটনার জেরে তেলিয়ামুড়া থানা দিন গোলাবাড়ি এলাকার ওই টমটম চালক বিশ্বজিৎ পাল মারাত্মকভাবে আহত এবং রক্তাক্ত হয়। তড়িঘড়ি আহত বিশ্বজিৎকে তেলিয়াপাড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার অবস্থা বিবেচনা করে দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকেরা তাকে তড়িঘড়ি আগরতলা জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়, শেষ সংবাদ পর্যন্ত যথেষ্ট আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে বিশ্বজিৎ। এদিকে মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সংশ্লিষ্ট লরিসহ ৩৫ বছরের লড়িচালক রাজেশ দাস কে নিজেদের হেফাজতে নিতে সক্ষম হয়েছে। দিকে দিকে দাবি উড়ছে এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু অল্প বয়সের যুবকরা বড় বড় গাড়ি চালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাড়ি দিচ্ছেন আর এগুলো থেকে অনেক সময় অনভিজ্ঞতার কারণেও দুর্ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে বলে একাংশের অভিমত।

সীমানার বিবাদকে ঘিরে প্রকাশ্যে আক্রান্ত বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ সেপ্টেম্বর।। বাড়ির পাশে রাস্তার সীমানার বিবাদকে কেন্দ্র করে আক্রমনকারীরা হাসপাতালের বেডে পাঠিয়ে দিল এক গৃহবধূকে ,প্রকাশ্য দিবালোকে জনসম্মুখে পুরুষ মহিলা মিলে টেনে হেঁচড়ে কিল ঘুঁষি লাথি অজস্র চললো গৃহবধূর উপরে, চিকিৎসা চলছে আহত গৃহবধূর , চার জনের বিরুদ্ধে বিলোনিয়া থানাতে মামলা করা হয় আহত গৃহবধুর পক্ষ থেকে আহত গৃহবধুর নাম শর্মিষ্ঠা দাস নমঃ,এই মারপিটের ঘটনাটি ঘটে আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কলেজ স্কোয়ার মেচ ফ্যাক্টরি এলাকায়, সুভাষ বৈদ্য, নন্দিতা বৈদ্য, বিজন বৈদ্য, স্নেহাশিস বৈদ্য একই পরিবারের চারজন মিলে শর্মিষ্ঠা দাস নমঃ কে আক্রমন করে বলে অভিযোগ ,বাচাতে এসে হামলাকারীদের হাত থেকে এলাকাবাসীরাও রেহাই পায়নি, এছাড়া আহত শর্মিষ্ঠা দাস নমঃ জানান, হামলাকারীরা হামলা চালানোর আগে শর্মিষ্ঠা দাস নম: কে হুমকি দেয় স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে গ্রামের প্রধান উপপ্রধানরা নাকি স্বাক্ষর দিয়েছে শর্মিষ্ঠা দাস নমঃ কে মারার জন্য এমনই অভিযোগ।

আট মাস পানীয় জল নেই পথ অবরোধ করল জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৬ সেপ্টেম্বর।। গোকুলনগর গোলটিলা এলাকার সাধারণ মানুষ স্বর্ণযুগ পেরিয়ে হীরার মডেলে আছে এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসির। কিন্তু রাজ্যের মানুষকে আজও সামান্য পানীয় জলের জন্য পথ অবরোধে বসতে হয়। দীর্ঘ আটমাস যাবত জল না পেয়ে অবশেষে পথ অবরোধে বসল এলাকাবাসী। ঘটনাটি কোনো দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের নয়, বরং রাজধানী লাগোয়া কমলাসাগর বিধানসভার গকুলনগর গোলটিলা এলাকায়। জানা গেছে প্রধানমন্ত্রী জল জীবন মিশন প্রকল্পের অধীনে ওই এলাকায় পুরোনো জলের লাইন পরিবর্তন করে নতুন জলের লাইন করার জন্য পুরোনো জলের লাইন গুলি তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ স্থানীয় শাসক দলের নেতারা জল জীবন মিশনের এই প্রকল্পের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছে। যার ফলে অর্ধেক কাজ করে কাজ বন্ধ হয়ে যায় কাজটি। এর জেরে এলাকায় চূড়ান্ত জল সংকট দেখা দেয়। গোলটিলা এলাকার অধিকাংশ মানুষজন দারিদ্র সীমার নিচের বসবাসকারী। এলাকার আর্থিক স্বচ্ছল ব্যাক্তিরা নিজেদের বাড়িতে ব্যক্তিগত জলের পাম্প বসিয়ে নিয়েছে। তাই বিপাকের মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র দরিদ্র অংশের মানুষজন। এলাকার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব সহ স্থানীয় পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকবার জানিয়েও কোনও কাজ হচ্ছেনা বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার রাস্তারমাথা-কমলাসাগর সড়ক অবরোধ করে বসে স্থানীয়রা। সড়ক অবরোধের ফলে রাস্তার উভয় পাশে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়ে। নাজেহাল হয়ে পড়ে পথচলতি যাত্রী সাধারণ। খবর পেয়ে এলাকার স্থানীয় একাংশ মাতব্বর ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের উপর আক্রমণ করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পরে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে সড়ক অবরোধ মুক্ত করে স্থানীয়রা।

সংস্কারের অভাবে ধুঁকছে কাঞ্চনপুরের একমাত্র শ্মশান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ২৬ সেপ্টেম্বর।। কাঞ্চনপুর মহকুমা সদর এলাকার একমাত্র শ্মশানটি বর্তমান সভ্য সমাজকে কার্যত লজ্জা দিচ্ছে। জঙ্গল এবং নোংরা আবর্জনায় ভরে গেছে গোটা শ্মশান চত্বর। মাছ মাংস বাজারের নোংরা আবর্জনা চারিদিকে দুর্গন্ধ, গোটা এলাকার এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। নোংরা আবর্জনায় ছেয়ে গেছে গোটা এলাকা কিন্তু প্রশাসন নিরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। কাঞ্চনপুর এলাকায় দুইজন জেলা পরিষদ সদস্য আছে তারা আজ পযর্ন কাঞ্চনপুর সদর এলাকার শ্মশানঘাট সংস্কারের বিষয়ে কোন ধরনের তৎপরতা দেখাই নি এখন পর্যন্ত। এমনই অভিযোগ এলাকাবাসীর। কাঞ্চনপুর সদর এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের সব অংশের মানুষের মৃত শবদেহ দাহনের একমাত্র শ্মশানই এই সদর কাঞ্চনপুরের শ্মশানঘাটটি। কিন্তু এখানে দাহনকার্য করতে আসা শ্মশান যাত্রীদের দুঃখকষ্টের সীমা থাকে না। শ্মশানে প্রবেশের রাস্তা মাছ মাংসের নোংরা আবর্জনায় একেবারে চলার অযোগ্য হয়ে থাকে। শ্মশান ভূমিটি নিচু জায়গায় থাকায় দেও নদীর জোয়ারের জলে সবসময় প্লাবিত থাকে এবং জোয়ারের জল নেমে গেলে কাদায় আবর্জনায় ভরা থাকে সর্বত্র। ফলে মৃতদেহ সৎকার করতে আত্মীয় স্বজনেরা মারাত্মক অসুবিধায় পড়তে হয়। এ বিষয় নিয়ে কতৃপক্ষের কাছে অনেকবারই বলা হয়েছে কিন্তু তারা বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি বলে অভিযোগ।এ বিষয়ে কতৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে তারা কোনো জবাব না দিয়ে এড়িয়ে চলে যায়। জানা যায় এই শ্মশানে অনেকবারই সরকারি অনুদান এসেছে কিন্তু এসব অনুদানে শ্মশানের কোনো কাজ হয় নি।এলাকাবাসী সহ শ্মশানে শবদাহ সৎকার্য করতে আসা মানুষের প্রচন্ড দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি অবিলম্বে এই শ্মশানটি সংস্কারের কাজে হাত লাগানো হউক। দাবি পূরণ না হলে বড় ধরনের আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

ফাঁসিতে আত্মহত্যা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৬ সেপ্টেম্বর।। নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম কৌশিক দেবনাথ(২৬)। সে এ্যাক্সিস ব্যাংকে কর্মরত ছিল। তার মৃত্যুতে এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

জানা যায়, ধর্মনগরের জেল রোডের মনতলা নিবাসী কানু দেবনাথ এর ছেলে কৌশিক সোমবার রাত্রি প্রায় নয়টা পর্যন্ত মনতলা বাজারে বাজার করে সে বাড়িতে ফিরে আসে। তবে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। অনেক ডাকাডাকির পর তার কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। পরবর্তী সময়ে দেখা যায় নিজের ঘরের মধ্যেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে। অগ্নি নির্বাপক বাহিনীকে খবর দিলে তারা এসে কৌশিককে উত্তর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। তার কাকা দুলাল দেবনাথ জানান অ্যাক্সিস ব্যাংকের অতিরিক্ত কাজের চাপে সে সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর পথ বেছে নেয় বলেই তাদের প্রাথমিক ধারনা। প্রায় দিন রাতেই নাকি আসতে আসতে দশটা থেকে এগারোটা বেজে যেত তার। মাঝে একবার অসুস্থ হয়ে একরাত উত্তর জেলা হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছিল সে। ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কোন প্রনয়জনিত ঘটনা রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিভিন্ন দাবী নিয়ে রাজধানীতে গণ অবস্থান ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। কাজ ও খাদ্যের বিভিন্ন দাবী নিয়ে মঙ্গলবার আগরতলায় গণ অবস্থান সংঘটিত করল ক্ষেত মজুর ইউনিয়ন। এদিনের এই গণ অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের সভাপতি এম বিজয় রাঘবন, সাধারন সম্পাদক ভি ভেঙ্কট, প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা, সিপি আই এম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

রেগায় ২০০ দিনের কাজ, দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি সহ বিভিন্ন দাবীতে এদিন সরব হয়েছেন বাম নেতৃত্বরা। এদিনের এই গণ অবস্থানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায় সিপি আই এম রাজ্য সম্পাদক জীতেন্দ্র চৌধুরীকে। তিনি বলেন রাজ্যে এবং কেন্দ্রে যে সরকার চলছে তা শ্রমিক বিরোধী সরকার। শ্রমিক কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী কাজ করছে এই সরকার। সরকারের বিভিন্ন শ্রমিক বিরোধী সিদ্ধান্তের ফলে সাধারন মানুষ আজ বিপাকে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। জীতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন, কৃষি আইন প্রত্যাহার থেকে শুরু করে কৃষকদের আন্দোলন সবেতেই সরকার সাধারন মানুষের কথা চিন্তা না করেই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারী সব সিদ্ধান্তেই সাধারন মানুষের উপর চাপ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এদিনের এই গণ অবস্থান থেকে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রত্যেককে এগিয়ে এসে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান করেছেন সিপিআইএম রাজ্য সভাপতি জীতেন্দ্র চৌধুরী।

ফের নেশায় আসক্ত হয়ে ঝরে গেল এক নাবালকের প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। অতিরিক্ত নেশা সেবনের ফলে ঝরে গেল আরও একটি তরতাজা প্রান। মৃত যুবকের নাম দেবজিত দত্ত(১৭)। তার বাড়ি আমতলী এলাকায় বলে জানা গেছে। জানা গেছে দীর্ঘদিন ধরেই সে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্রাউন সুগার সেবন কোর্ট। বাড়ীর সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরেই তাকে এই নেশার কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ কয়েকবার ডাক্তারের কাছেও গেছে বলে জানিয়েছেন মৃতের ভাই। জানা গেছে অতিরিক্ত মাত্রায় নেশা করার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দেবজিত অসুস্থ ছিল। মঙ্গলবার কিছুটা সুস্থ অনুভব করায় সে তার ভাইয়ের সঙ্গে বাজারে গিয়েছিল। তবে আচমকায় পুনরায় অসুস্থ হয়ে পরে সে। এদিকে তাকে মাথায় জল দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করলেও সে অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পরে। এদিকে তাকে তড়িঘড়ি জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। এদিকে অতিরিক্ত নেশা সেবনের জন্যই ওই নাবালকের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে চিকিৎসক।

রাজ্য জুড়ে নেশার বাড়বরন্ত অব্যাহত। প্রতিনিয়ত রাজ্যের কোনো না কোনো জায়গায় নেশার কবলে পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে যুব সমাজ। এর কবল থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করা এখন একপ্রকার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগে প্রতিনিয়ত নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হলেও এই ব্যাধি থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করা এক প্রকার কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকটি পরিবারের অভিভাবকেরা নিজেদের সন্তানের প্রতি আরও যত্নশীল হয়ে আশপাশ এলাকায়ও যদি নেশার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তবে এই ব্যাধি কিছুটা সারিয়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করছেন রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।

তিন দফা দাবিতে এস এফ আই রাজ্য কমিটির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার তিন দফা দাবিতে এস এফ আই রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয় আগরতলা শহরে। এদিন ছাত্র যুব ভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন এস এফ আই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব। তিনি সরকারের সমালোচনা করে বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষাকে বেসরকারীকরণ করতে কাজ করে যাচ্ছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্যতা সৃষ্টি করছে। অল্প অল্প করে গড়ে উঠা শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার। এমনই অভিযোগ করেন তিনি।

আরো বলেন, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র কয়েক গুন ফি বাড়ানো হচ্ছে। লাগাম ছাড়া ভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এ ফি আদায় করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ তুলে আরো বলেন বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের নামে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুই ভাগে ভাগ করার চেষ্টা হয়েছে। এতে করে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে অধীনে স্কুলগুলির মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা চিন্তিত আগামী দিনে তারা বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষায় বসতে পারবে কিনা। তাই এ জটিল পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান সন্দীপন দেব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।